৭৮৬
৯২

আহ্‌লে সুন্নাত অ জামায়াতের মুখপত্র

সুন্নী জাগরণ

মাসিক পত্রিকা

মুফতী আ'যম বাঙ্গাল
শায়েখ গোলাম ছামদানী রেজবী
(দক্ষিন ২৪ পরগানা)

মুনতাখাব চল্লিশ হাদীস

(ধারাবাহিক)

হাদীস - ৩০

قال الحاكم فى (المستدرك) اخبرنى
مخلد بن جعفر حدثنا محمد بن جرير حدثنا
موسى بن عبد الرحمن المسروقى حدثنا
ابراهيم بن سعد حدثنا النهال بن عبد الله
عمن ذكره عن ليلى مولاة عائشة عن عائشة
قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته فد
خلت فلم ارشيئا و وجدت ريح المسك فقلت يا
رسول الله انى لم ارشيئا قال ان الارض امرت
ان تكفته منا معاشر الانبياء۔

হজরত আয়শা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা বলিয়াছেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম পায়খানা ঘরে প্রবেশ করিয়াছেন । অতঃপর আমি প্রবেশ করিয়াছি । আমি কিছু দেখিতে পাই নাই । অবশ্যই আমি মুশকের সুগন্ধ পাইয়াছি । আমি বলিয়াছি, ইয়া রসুলাল্লাহ ! আমি কিছু দেখিতে পাই নাই । হুজুর পাক বলিয়াছেন, আদিষ্ট মাটি সমস্ত নবীগনের অতিরিক্ত জিনিষকে ঢাকিয়া নিয়া থাকে । (খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৭১ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হজরত জালালুদ্দীন সীউতী আলাইহির রহমা বর্তমান হাদীসটি কয়েকটি সুত্রে বর্ননা করিয়া সহী প্রমান করিয়া দিয়াছেন। দুনিয়ার কোন মানুষ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পায়খানা দেখে নাই। অন্য বর্ননায় বলা হইয়াছে -

"قال انا معشر الانبياء تنبت اجسادنا على ارواح اهل الجنة فما خرج منها من شئى ابتلعته الارض"

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, আমরা সমস্ত নবীগনের জামায়াত; আমাদের দেহগুলি জান্নাতীদের রূহগুলির অবস্থায় পয়দা করা হইয়া থাকে। সুতরাং সেগুলি থেকে যাহা বাহির হইয়া থাকে তাহা মাটি ভক্ষন করিয়া নিয়া থাকে। (খাসায়েসে কোবরা)

হাদীস - ৩১

اخرج الحسن بن سفيان فى مسنده و ابو يعلى والحاكم و الدارقطنى و ابو نعيم عن ام ايمن قالت قام صلى الله عليه وسلم من الليل الى فخارة فى جانب البيت فبال فيها فقمت من الليل و انا عطشانة فشربت ما فيها فلما اصبح اخبرته فضحك و قال انك لن تشتكى بطنك بعد يومك هذا ابدا.

হজরত উম্মে আয়মান রাদী আল্লাহু আনহা বলিয়াছেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম রাতে উঠিয়া বাড়ির এক কোনায় একটি পাত্রে পেশাব করিয়াছেন। আমি রাতে পিপাসাবস্থায় উঠিয়া তাহা পান করিয়া নিয়াছি। আমি সকালে এই কথা হুজুর পাককে বলিয়াছি। অতঃপর তিনি হাঁসিয়া বলিয়াছেন, আজ থেকে তোমার কোন দিন পেটের অসুখ হইবে না। (খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৭১ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পেশাব পায়খানা উম্মাতের জন্য পাক পবিত্র । যেমন রদ্দুল মুহতারের মধ্যে বলা হইয়াছে -

"صحح بعض ائمة الشافعية طهارة بوله صلى الله عليه وسلم وسائر فضلاته وبه قال ابو حنيفة كما نقله فى المواهب اللدنية عن شرح البخارى للعينى "

একাংশ শাফয়ী সহী প্রমান করিয়া দিয়াছেন যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পেশাব পায়খানা সবই পাক । অনুরূপ ইমাম আবু হানীফা বলিয়াছেন,যেমন মাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়ার মধ্যে বোখারীর ব্যাখ্যায় 'আয়নী' এর উদ্ধৃতিতে নকল করা হইয়াছে । উলামায় কিরাম বলিয়াছেন, ইহা হইল হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট । প্রকাশ থাকে যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র পেশাব ও পায়খানা থেকে মুশক আম্বারের সুগন্ধ বাহির হইত । আরো প্রকাশ থাকে যে, যাহারা আল্লাহর রসুলের পেশাব পায়খানার বৈশিষ্ট সম্পর্কে অবগত নয় তাহারা তাঁহার পবিত্র সত্ত্বা সম্পর্কে কেমন করিয়া অবগত হইতে পারে !

হাদীস - ৩২

اخرج الشيخان عن انس قال مامسست حرير اولا ديباجا لين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكا ولا عنبرا اطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ

হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের হাতে হাত দিয়া দেখিয়াছি যে, তাহা রেশম ও সিল্ক অপেক্ষা নরম এবং আমি তাঁহার দৈহিক সুগন্ধ অনুভব করিয়াছি, যাহা মুশক ও আম্বার অপেক্ষা উত্তম । (বোখারী, মোসলেম, খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৭৪ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

রব্বুল আ'লামীন আল্লাহ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মুবারক দেহকে এক অসাধারন করিয়া পয়দা করিয়াছেন যাহা দুনিয়ার কোন মানুষের সহিত মিল নয়। সাহাবায় কিরাম তাঁহার দৈহিক সুগন্ধ অনুভব করিয়া বুঝিয়া নিতেন যে, তিনি এই পথ ধরিয়া গিয়াছেন । মানুষ নিজের দেহের ঘর্ম গন্ধ নিজেই বর্দাশত করিতে পারে না । কিন্তু তাহার দেহের ঘামকে মানুষ মুশক ও আম্বারের স্থলে ব্যবহার করিতেন।

হাদীস - ৩৩

اخرج ابن عساكر عن ابن عباس قال لما ولد النبى صلى الله عليه وسلم عق عنه عبد المطلب بكش وسماه محمدا فقيل له يا ابا الحارث ما حملك على ان سميته محمدا ولم تسمه باسم آبائه قال اردت ان يحمده الله فى السماء ويحمده الناس فى الارض.

হজরত আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম জন্ম গ্রহন করিলে তাঁহার পক্ষ থেকে তাঁহার দাদা হজরত আব্দুল মুত্তালিব একটি দুম্বা জবাহ করতঃ আকিকাহ করিয়াছেন এবং তাঁহার নাম রাখিয়াছেন মোহাম্মাদ । লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে, আবুল হারেস ! মোহাম্মাদ নাম রাখিতে আপনাকে কে প্রেরনা প্রদান করিয়াছে যে, আপনি আপনার বাপ দাদার নামের সহিত নাম রাখিলেন না? তিনি বলিয়াছেন, আমার ইচ্ছা যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে আসমানে প্রসংশা করিবেন এবং তাঁহাকে মানুষ জমীনে প্রসংশা করিবে । (খাসায়েসে কোবরা প্রথম খন্ড ৭৮ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) হাদীস পাক থেকে প্রমান হইতেছে যে, ইসলাম আসিবার পূর্ব থেকে আকীকাহ করিবার প্রথা ছিল ।

(খ) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দাদা হজরত আব্দুল মুত্তালিব তাওহীদের উপর কায়েম ছিলেন । তিনি হুজুর পাকের নবুওয়াতের আলামত বুঝিতে পারিয়া ছিলেন । এই কারনে মানুষের প্রশ্নের উত্তরে সেই দিকে ইংগিত করতঃ জবাব দিয়াছেন ।

(গ) এই সময়ে পৃথিবীতে মোহাম্মাদ নাম চালু ছিল না । কেবল দুই একজন আহলে কিতাব তাহাদের পুত্রদের নাম এই আশায় মোহাম্মাদ নাম রাখিয়া ছিল যে, যদি শেষ জামানার পয়গম্বর হইয়া যান । কারণ,

পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব গুলিতে বলা হইয়াছে, শেষ জামানার পয়গম্বরের নাম হইবে মোহাম্মাদ ।

(ঘ) একাংশ আলেম বলিয়াছেন, হুজুর পাকের এক হাজার নাম । তন্মধ্যে কিছু কোরয়ান পাকে বর্নিত হইয়াছে, কিছু হাদীস পাকে বর্নিত হইয়াছে ও কিছু পূর্ববর্তী কিতাব গুলিতে বর্নিত হইয়াছে । অবশ্যই মোহাম্মাদ ও আহমাদ নাম ব্যাপক ভাবে চালু ।

(ঙ) খাসায়েসে কোবরার মধ্যে হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত হইয়াছে -

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمى فى القرآن محمد وفى الانجيل احمد وفى التوراة احيد انما سميت احيد لانى احد امتى عن نار جهنم۔

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, কোরয়ান শরীফে আমার নাম মোহাম্মাদ। ইনজীলে আহমাদ ও তাওরাতে আহীদ । আহীদ নাম এইজন্য রাখা হইয়াছে যে, আমি আমার উম্মাতকে জাহান্নাম থেকে বাহির করিবো ।

(চ) 'আহমাদ' 'احمد' এর অর্থ প্রসংশাকারী । প্রকাশ থাকে যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হইলেন আল্লাহ তায়ালার সব চাইতে বড় ও বেশি প্রসংশাকারী । অনুরূপ 'মোহাম্মাদ' 'محمد' এর অর্থ প্রসংশিত । প্রকাশ থাকে যে, হুজুর পাকের থেকে বড় প্রসংশিত মাখলুকাতের মধ্যে কেহ নাই ।

(ছ) 'মোহাম্মাদ' 'محمد' এমন একটি নাম যে, কেহ এই নামকে উচ্চারন করতঃ কোন প্রকার বদনাম করিতে পারিবে না । অন্যথায় বদনাম কারী হইবে মিথ্যাবাদী। এইজন্য কাফেররা হুজুর পাকের নাম রাখিয়া ছিল **مزمم 'মোজাম্মাম'** । এই নাম উচ্চারন করতঃ তাহারা গালাগালি করিত । সাহাবাগন হুজুর পাকের নিকট কাফেরদের গালাগালির কথা শুনাইলে তিনি বলিতেন, তাহারা গালি দিয়া থাকে মোজাম্মামকে। আমি হইলাম মোহাম্মাদ । মুজাম্মামের অর্থ হইল নিন্দেনীয়।

(জ) খাসায়েসে কোবরার একটি বর্ননায় বলা হইয়াছে, যাহার তিনটি পুত্র সন্তান হইয়াছে এবং সে কাহারো নাম মোহাম্মাদ রাখে নাই, সে মুর্খামি করিয়াছে।

(ঞ) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কিছু নাম -

"اكرم۔ امين۔ اوّل۔ آخر۔ بشير۔ جبار۔ حق۔ خبير۔ ذو القوة۔ رؤف۔ رحيم۔ شهيد۔ شكور۔ صادق۔ عظيم۔ عفو۔ عالم۔ عزيز۔ فاتح۔ كريم۔ مبين۔ مؤمن۔

مهيمن۔ مقدس۔ مولٰى۔ ولى۔ نور۔ هادى۔ طٰه۔
يٰسٓ۔ احد۔ اصدق۔ احسن۔ اجود اعلٰى۔ امر۔
ناهى۔ باطن۔ بر۔ برهان۔ حاشر۔ حافظ۔ حفيظ۔
حسيب۔ حكيم۔ حليم۔ حى۔ خليفة۔ داعى۔ رافع۔
واضع رفيع الدرجات۔ سلام۔ سيد۔ شاكر۔ صابر۔
صاحب۔ طيب۔ طاهر۔عدل۔ على۔ غالب۔ غفور۔
غنى۔قائم۔ قريب۔ ماجد۔معطى۔ ناسخ۔ ناشر۔
وفى۔ حٰمٓ۔نون۔ عاقب۔ماحى۔ خاتم۔نبى التوبة۔
نبى الملحمة۔نبى۔ الرحمة۔نبى الملاحم۔
ابو القاسم۔ حمطايا۔ فارقليطا۔ ماذماذ۔

আকরামু, আমীনুন, আউয়ালুন, আখিরুন, বশীরুন, জাব্বারুন, হাক্কুন, খাবীরুন, জুল কুওয়াহ, রাউফুন, রহীমুন, শহীদুন, শাকুরুন, সাদিকুন, আযীমুন,আফউন, আলিমুন, আজীজুন, ফাতিহুন, কারীমুন, মবীনুন, মুওমিনুন, মহাইমিনুন, মকাদ্দাসুন, মাওলা, অলীউন, নুরুন, হাদিউন, তহা, ইয়াসিন, আহাদুন, আসদাকু, আহসানু, আজওয়াদু, আ'লা, আমিরুন, নাহিউন, বাতিনুন, বির্রুন, বরহানুন, হাশিরুন, হাফিজুন, হাফীজুন, হাসিবুন, হাকীমুন, হালীমুন, হাইউন, খলীফাতুন, দায়িউন, রাফেউন, ওয়াজিউন, রাফীউদদারাজাত, সালামুন, সাইয়েদুন, শাকিরুন, সাবিরুন, সাহিবুন, তাইয়েবুন, তাহিরুন, আদলুন, আলীউন, গানিবুন, গফুরুন, গবীউন, কায়েমুন, ক্বারীবুন, মাজিদুন, মু'য়তিউন, নাসিখুন, নাশরুন, অফীউন,হামিম, নুন, আকিবুন, মাহিউন, খাতিমুন, নবিউন নাওবাতিন, নবীউল মুলহামাহ, নবীউর রাহমাত, নবীউম মালাহিম, আবুল কাসিম, হামতাইয়া, ফারকালীত, মাযমাযুন ।

(ক্রমশ)

ভবিষ্যত বক্তার ভবিষ্যতবানী

রব্বুল আ'লামীন আল্লাহ রহমাতুল্লিন আ'লামীন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে ভবিষ্যত বক্তা করতঃ প্রেরন করিয়াছেন । তাই হুজুর পাক সাল্লালাহু আলাইহি অ সাল্লাম সাহাবায় কিরাম দিগের নিকট কিয়ামত পর্যন্ত যাহা কিছু হইবে সবই বর্ননা করিয়া দিয়াছেন । যেমন হজরত হুযায়ফা রাদী আল্লাহু আনহু বলিয়াছেন -

"قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَقَامًا مَاتَرَكَ شَيْأً يَكُوْنُ فِيْ مَقَامِهٖ ذٰلِكَ اِلٰى قِيَامِ السَّاعَةِ اِلَّا حَدَّثَ بِهٖ حَفِظَهٗ مَنْ حَفِظَهٗ وَ نَسِيَهٗ مَنْ نَسِيَهٗ ...."

এক স্থানে হুজুর পাক সাল্লালাহু আলাইহি অ সাল্লাম আমাদের কাছে দাঁড়াইয়া কিয়ামত পর্যন্ত যাহা কিছু হইবে বর্ননা করিয়া দিয়াছেন । তবে যে তাহা স্মরন রাখিয়াছে সে তাহা স্মরন রাখিয়াছে এবং যে তাহা ভুলিয়া গিয়াছে সে তাহা ভুলিয়া গিয়াছে । (মিশকাত ৪৬১ পৃষ্ঠা)

বরং মিশকাতের অন্য বর্ননায় বলা হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সাহাবায় কিরাম দিগের নিকটে জান্নাতীদের জান্নাতে যাওয়া পর্যন্ত এবং জাহান্নামীদের জাহান্নামে যাওয়া পর্যন্ত সমস্ত কিছু বলিয়া দিয়াছেন ।

যাহাই হউক, তাঁহার একটি ভবিষ্যতবানী হইল যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন -

اِذَاوُضِعَ السَّيْفُ فِيْ اُمَّتِيْ لَمْ يُرْفَعْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ اُمَّتِيْ بِالْمُشْرِكِيْنَ وَحَتّٰى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ اُمَّتِيْ الْاَوْثَانَ"

যখন আমার উম্মাতের মধ্যে আপশে লড়াই শুরু করিয়া দিবে তখন তাহা কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ হইবে না । আর কিয়ামত কায়েম হইবে না যতক্ষন পর্যন্ত আমার উম্মাতের মধ্যে একাংশ মোশরেকদের সহিত মিশিয়া না যায় এবং যতক্ষন পর্যন্ত আমার উম্মাতের একাংশ ঠাকুর পূজা না করিয়া থাকে । (মিশকাত ৪৬৪/৪৬৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় পাঠক ! একবার লক্ষ্য করিয়া দেখুন যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ভবিষ্যতবানী বর্তমানে কত বাস্তব হইতে চলিয়াছে । বর্তমান হাদীসের আলোকে দুইটি বিষয়ের দিকে আলোকপাত করিতে চাহিতেছি । একটি হইল মোশরেকদের সঙ্গে মিশিয়া যাওয়া এবং আর একটি হইল ঠাকুর পূজা করা ।

মুসলামানদের একটি বড় অংশ কাফের মোশরেকদের সহিত মিশিয়া গিয়াছে । এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই । অনেক রাজা বাদশা রাজনৈতিক দিক দিয়া ইসলাম দুশমান রাজা বাদশাদের প্রতি পুরা পুরি নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে । আবার সাধারন মানুষদের মধ্যে একটি বড় অংশ কাফের মোশরেকদের সহিত পুরাপুরি মিশিয়া গিয়াছে । এবিষয়ে আমার ব্যাখ্যা দেওয়ার প্রয়োজন নাই ।

এই হইল ঠাকুর পূজা । এই বিষয়টি হইল অত্যন্ত মারাত্মক ও বহুত বড় গর্হিত কাজ । ইসলামের মুল কথা হইল তাওহীদ বা একত্ববাদ কায়েম করা । এই জায়গায় ইসলাম সর্ব শক্তি প্রয়োগ করিয়াছে । দুনিয়ার মধ্যে সবচাইতে পাক পবিত্র ঘর হইল কাবা শরীফ । এই পবিত্র ঘরের মধ্যে মোশরেকদের ঠাকুর গুলিকে ঢুকাইয়া ঘরকে অপবিত্র করিয়া রাখিয়া ছিল বহুযুগ ধরিয়া । হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বহু রক্তের বিনিময়ে কাবা শরীফের পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছেন । কেবল কাবা নয়, বরং মধ্যপ্রাচ্যের সমস্ত মুসলিম দেশগুলি দেড় হাজার বৎসর থেকে পাক পবিত্র হইয়া রহিয়াছে । কিন্তু আজ সেই দেশে পৃথিবীর সব চাইতে বড় মন্দির হইতেছে । সেখানকার বাদশা কেবল মন্দির করিতে জায়গা দেয় নাই, বরং নিজে মন্দির উদ্বোধনে অংশ নিয়াছে । এই উদ্বোধনে

বাদশা 'জয় শিয়া রাম' বলিয়াছে । কেবল এখানেই শেষ নয়, বরং বাদশাকে দেখা গিয়াছে পূজার প্রসাদের ডালি হাতে নিয়া পুরহিতের পিছনে লাইনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ভবিষ্যতবানী আজ কত বাস্তব রূপ নিয়াছে তাহা এক মাত্র ঈমানদারগন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছে । তবে এই জায়গায় আমার একটি বড় প্রশ্ন যে, সেই দেশে কি মুসলমান নাই ? সেই দেশে কি আলিম ও তালিবুল ইল্ম নাই ? নাই সেই দেশে পীর দরবেশ ? আজ কোথায় রহিয়াছে আরব দেশের আলেমগন ? তাহারা একদিকে ভারত ও পাকিস্তানের সুন্নীদিগকে পীর পূজক ও কবর পূজক বলিয়া চিৎকার করিতেছে । আবার অপরদিকে নিজেদের দেশে ঠাকুর পূজার অনুমতি প্রদান করিতেছে। ইহাদের সম্পর্কে আমার দেশের বাতিল ফিরকা গুলির রায় কি ?

এইবার আমাদের দেশের অবস্থার কথা বলিতেছি । কোলকাতার কয়েকটি পূজা মন্ডপের দায় দায়িত্বে থাকে মুসলমানেরা । কয়েক বৎসর থেকে সংবাদ পত্রের মাধ্যমে এই সংবাদ প্রকাশ হইয়া থাকে । যাইহোক, এই বৎসর পশ্চিম বাংলায় মুসলমানেরা ব্যাপক ভাবে দুর্গাপূজায় অংশ নিয়াছে । যে সমস্ত জায়গায় গরীব হিন্দুরা পূজা মন্ডপ তৈরি করিতে পারিত না । দুরে গিয়া দেখিয়া আসিতে হইতো । এই রকম বহু জায়গায় মুসলমানদের তৎপরতায় পূজা মন্ডব তৈরি হইয়াছে । বহু জায়গায় পূজায় অংশগ্রহন কারীদের পানাহারের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । বহু জায়গায় বহু হাজী গাজী মানুষেরা পূজা কমিটির আমন্ত্রনে পূজা মন্ডপে হাজির হইয়া খাই খাওয়া করিয়াছে । ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এইগুলি কিসের ইংগিত বহন করিয়া থাকে তাহা ঈমানের দৃষ্টি ভঙ্গীতে চিন্তা ভাবনা করিলে কাহারো বুঝিতে বিলম্ব হইবে না । যাইহোক, আমি কিন্তু যে কথা বলিতে চাহিতেছি যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ভবিষ্যতবানী কত বাস্তব ! এই ভবিষ্যতবানীকে যদি আমি কোরয়ান ও হাদীসের ভাষায় গায়বী সংবাদ বলিয়া থাকি, তাহা হইলে আবার হয়তো অনেকে অন্য বাহাস আরম্ভ করিয়া দিবে ।

"ছোটদের দু'আ শিক্ষা"

আজ ১০ই নভেম্বর ২০১৮ শনিবার সকালে আমার স্নেহের মাওলানা শামসুল হক রেজবী সাহেব বইটির জেরক্স পাতা দিয়া যায় । বইটির প্রকাশনায় রহিয়াছে - চিলড্রেন বুক হাউস ।এম,পি,রোড বেলডাঙ্গা- মুর্শিদাবাদ। বইটির তিন পৃষ্ঠায় রহিয়াছে - কালিমা-ই তয়্যিবাহ - لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বাংলায় উচ্চারন - লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। অর্থ - আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্য নাই ।

এইবার আমি বলিতেছি, এই কালিমা টুকু পাঠ করিলে কি কোন অমুসলিম মুসলমান হইতে পারিবে ? কখনই নয় । তবে কেন বাচ্চাদের মনের মাঝে কালেমার অর্ধাংশ স্থান করিয়া দিয়া তাহাদিগকে বিপদে ফেলিয়া দেওয়া হইতেছে ? 'মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ কি কালেমার অংশ নয় ? 'মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' না বলিলে- 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' অবশ্যই বেকার । হাদীস পাকে কি কোন জায়গায় এক সঙ্গে -'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' লেখা নাই । আল হামদুলিল্লাহ ! ইহার বহু নজীর রহিয়াছে । এই পত্রিকায় পূর্ববর্তী সংখ্যায় আমি অনেক গুলি হাদীস থেকে ইহার নজীর প্রদান করিয়াছি ।

'ছোটদের দোআ শিক্ষা' এই বইটির লেখক হইলেন কারী মাওলানা রেজাউল কারীম । ইনি আরো একটি বই লিখিয়াছেন - 'ছোটদের আধুনিক আরবী শিক্ষা' । এই বইটির ৪৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন - কালিমাই তাইয়্যেবা- لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। খুবই সম্ভব লেখক গোমরাহ গায়ের মুকাল্লিদ তথা কথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের সদস্য। অন্যথায়এই ধরনেরগোমরাহী পদোক্ষেপ নিতেন না। এখন মুসলমানদের জন্য জরুরী হইল যে, এই বই গুলিতে হাত না দেওয়া এবংসেই সঙ্গে বইগুলিরগোমরাহী সম্পর্কে খুব সাবধানতা অবলনম্ব করা।

আবু তালিবের ঈমান প্রসঙ্গ

মোহাম্মাদ উরফে ইমরান উদ্দীন রেজবী

সুচনা ঃ— কেন্দ্রে সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে শীয়া সম্প্রদায় তাদের আকীদাহ বা মৌলিক বিষয়, যাহা মুলতঃ অনইসলামিক ধ্যান ধারনা তাহা সুন্নী সমাজে প্রবেশ করাইয়া দেওয়ার অপচেষ্টা চালাইতেছে । তবে তাদের এই চেষ্টা যে অসফলতাও নয়, বরং তাদের সফলতা স্বরুপ কিছু নির্বোধ সুন্নীর সহায়তায় সুন্নী সমাজে অশান্তির দাবানল সৃষ্টি হইয়াছে ।

রাফেজীরা ভারতবর্ষের অধিকাংশ দরবারের কিছু জাহিল খাদিমকে সঙ্গে নিয়া নতুন নতুন ফিতনা রপতানি করিতেছে সুন্নী সমাজে । আজমীর, মারহারা,বেরেলী, কাছুছা, বাদাউঁ, নিজামুদ্দীন ও কুতুবুদ্দীন প্রায় সমস্ত দরবার আজ ইসলামের কাঠ গড়ায় তাদের অযোগ্য খাদিম ও সন্তানদের জন্য । সমপ্রতি কিছু দিন পুর্বে আজমীর শরীফের খাদেমরা নতুন এক ফিতনা সৃষ্টি করিয়াছে যে, হজরত আমিরে মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহু সাহাবী ছিলেন না বরং কাফের ছিলেন ও আবু তালিব ঈমানদার ছিলেন এবং আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা খান রহমাতুল্লাহি আলাইহি ও তাঁহার অনুসারীদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষনা করিয়াছে। নাউজুবিল্লাহ ! শতবার নাউজুবিল্লাহ ! এই খাদিমদের ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে কিছু জানিয়া রাখা আবশ্যক মনে করিতেছি ।

হজরত খাজা মইনুদ্দীন রহমা ল্লাহু ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচার করিতে আসেন এবং রাজস্থানে পৌঁছাইলে হাকাভিল ও লাকাভিল নামে দুইজন তাঁহার ভক্ত হইয়া যান । এই রাজস্থানী হাকাভিল ও লাকাভিলের বংশধরেরা বর্তমানে আজমীর শরীফের খাদেম হইয়া, অন্যায় ভাবে সাইয়েদ দাবী করতঃ রাজ করিতেছে । বর্তমানে ইহাদের সংখ্যা প্রায় সাড়ে আট হাজার । এই সমস্ত মুথ্যকদের সম্পর্কে বোখারী ও মুসলিম শরীফের একটি হাদীস উদ্ধৃত করিতেছি, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কি বলিয়া গিয়াছেন নিম্নে বর্ননা করিতেছি -

عن ابى ذر ان النبى ﷺ قال : ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبو امقعده من النار.

হজরত আবু হুরাইরা থেকে বর্নিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন, হুজুর পাক সাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি নিজের পিতা সম্পর্কে জানা থাকা স্বত্তেও অপরকে পিতা বলিয়া দাবি করিয়া থাকে সে কুফরী করিল, আর যে ব্যক্তি নিজেকে এমন বংশের লোক বলিয়া দাবি করিয়া থাকে যে, সেই বংশের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নাই, সেই ব্যক্তি নিজের ঠিকানা জাহান্নামে করিয়া নিল ।

উপরুক্ত হাদীস পাক হইতে বুঝিয়া নিতে হইবে যে, এই সমস্ত খাদিমরা নিজ স্থান কোথায় বুক করিয়া নিয়াছে। ইহা অতিসত্য যে, এমন কোন অপকর্ম নাই, যাহা তাহাদের দ্বারায় হয় নাই । নারী নির্যাতন থেকে আরম্ভ করিয়া মদ, জুয়া, গাজা, হিরোইন, মানি লউন্ডীন ও বিভিন্ন কেসে দোষী সাবস্ত হইয়া জেলে রহিয়াছে অনেকে এবং ৪৫০ জনের উপরে কেস চলিতেছে আদালতে । ইহাদের মধ্যে শিক্ষার বিকাশ ঘটে নাই, ইসলামী শিক্ষাতো নয়ই, বরং জেনারেল শিক্ষারও চরম অভাব রহিয়াছে । ভাবতে অবাক লাগে ! মাত্র সাড়ে আট হাজারের মধ্যে সাড়ে চারশ জনের নামে আদালতে মামলা চলিতেছে এবং এই বাহুবলীদের টাকার পাহাড়ে থানাতে ও আদালতের বাহিরে কত অসহায়ের আর্তনাদ শেষ হইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই । শিক্ষা নাথাকার কারনে অপরাধ বোধ ইহাদের মধ্যে বিনাশ ঘটিয়াছে । ১৯৯৩ সালে আজমীরের এক মহিলা কালেক্টার নরদামা পরিস্কার করিবার আদেশ দিলে মাযার সংলগ্ন ড্রেন থেকে প্রায় চল্লিশটির মত কোরয়ানের অনুবাদ কানযুল ঈমান পাওয়া যায় । এইবার ঈমান শর্তে বলুন

ইহারা কি মুসলমান ??? ইহার পরেও কি তাহাদের চরনে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়া আসিবেন ??? অবশ্যই নয়। কারন, আপনার রক্ত ঝরানো টাকায় তাদের স্ত্রী ও কন্যাদের জিন্স ও টপ পরাইয়া আমেরিকা, সুজারল্যান্ড ভ্রমন করাইতেছে এবং ভারতবর্ষের সমস্ত টপ সিটিতে বিলাস বহুল অট্টালিকা হাকাইতেছে। এই শীয়া জাহিল খাদিমরা আবু তালিবকে যে ঈমানদার বলিতেছে সেই সম্পর্কে কোরয়ান ও হাদীস থেকে আলোচনা করিব।

আবু তালিব সম্পর্কে কোরয়ানী আয়াত

আবু তালিবের মৃত্যু হিজরতের তিন বছর পূর্বে মক্কাতে হইয়া ছিল। ইবনো ফরসের উক্তি অনুযায়ী সেই সময় হুজুর পাক সাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের বয়স উনোপঞ্চাশ বছর আট মাস এগারো দিন এবং আবু তালিবের মৃত্যুর তিন দিন পরে হজরত খাদিজা রাদী আল্লাহা আনহার ইন্তেকাল হইয়া ছিল।

— প্রথম আয়াত —

انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء وهو اعلم بالمهتدین.

(সুরা কসাস, আয়াত - ৫৬)

অনুবাদ - (প্রিয় পয়গম্বর !) তুমি হেদায়েত দিও না, যাকে বন্ধু মনে করো, তবে আল্লাহ হেদায়েত দেন যাকে চান, তিনিই ভাল জানেন, সুপথ প্রাপ্তদের।

উপরুক্ত আয়াত পাক আবু তালিব সম্পর্কে অবতীর্ন হইয়াছে। ইহাতে সমস্ত মুফাস্‌সিরগন ঐক্যমত পোষন করিয়াছেন। যেমন - ইমাম নববী শরহে মুসলিমে ঈমানের অধ্যায়ে বলিয়াছেন -

اجمع المفسرون علی انما نزلت فی ابی طالب وکذا نقل اجماعهم علی هذا الزجاج وغیره.

(১) তাফসীরে মায়া'লিমুত তানজিলে বলা হইয়াছে -

نزلت فی ابی طالب.

(২) তাফসীরে জালালাইনে বলা হইয়াছে -

نزل فی حرصه ﷺ علی ایمان عمه ابی طالب.

(৩) তাফসীরে মাদারিকে বলা হইয়াছে -

قال الزجاج اجمع المفسرون انها نزلت فی ابی طالب.

(৪) তাফসীরে কাবীরে বলা হইয়াছে -

قال الزجاج اجمع المسلمون انها نزلت فی ابی طالب.

— দ্বিতীয় আয়াত —

ماکان للنبی والذین امنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحب الجحیم.

অনুবাদ - নবী আর ঈমানদারের জন্য ইহা জায়েজ নয় যে, মুশরিকদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করা, যদি তার আত্মীয়ও হয়। যখন তার জাহান্নামী হওয়া জানা যায়।

এই আয়াতটিও আবু তালিবের জন্য অবতীর্ন হইয়াছে।

যেমন (১) তাফসীরে জালালাইনে বলা হইয়াছে -

نزل فی استغفاره ﷺ لعمه ابی طالب.

(২) তফসীরে নাসফিতে বলা হইয়াছে -

هم علیه الصلوة والسلام ان یستغفر لابی طالب فنزل ماکان للنبی.

(৩) ইরসাদুস সারীতে বলা হইয়াছে -

کماسیاتی وهذه التصحیحات ایضا اية الخلاف کمالیس بخاف.

ইহা ব্যতিত হাদীস পাকও প্রমান করিয়া থাকে যে, এই আয়াত পাক দুইটি আবু তালিবের জন্য অবতীর্ন হইয়া ছিল।

মুফতী আ'যম আসাম গোলাম ছামদানী রেজভী

حدثنى حرملة بن يحيى التجيبى اخبرنا عبد الله بن وحب قال اخبرنى يونس عن ابن شهاب قال اخبرنى سعيد بن المسيب عن ابيه قال امّا حضرت اباطالب الوفاة جائه رسول الله ﷺ فوجد عنده ابا جهل و عبد الله بن ابى امية ابن المغيرة فقال رسول الله ﷺ ياعم قل لا اله الا الله كلمة اشهدلك بها عند الله فقال ابوجهل و عبد الله بن ابى اميّة يا اباطالب ترغب عن ملّت عبد المطلب فلم يزل رسول الله ﷺ يعرضها عليه و يعيدله تلمك المقالة حتى قال ابوطالب اخرما كلمهم هو على ملّة عبد المطلب و ابى ان يقول لا اله الا الله فقال رسول الله ﷺ امر الله لاستغفرنّ لك مالم انه عنك فانزل الله عزوجل ماكان للنبى و الذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولى قربى من بعدماتبين لهم انهم اصحب الجحيم وانزل الله عزوجل فى ابى طالب فقال رسول الله ﷺ انك لا تهدى من احببت ولكن الله يهدى من يشاء وهو اعلم بالمهتدين.

সাইদ বিন মুসাইয়াবের পিতা বর্ননা করিয়াছেন, যখন আবু তালিবের মৃত্যুর সময় কাছে আসিল, তখন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম উপস্থিত হইলেন । সেই সময় আবু তালিবের নিকট আবু জেহেল ও আব্দুল্লাহ বিন আবি উমাইয়াও উপস্থিত ছিল । হুজুর পাক বলিলেন- চাচাজান ! একবার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেন, আমি আপনার হয়ে ইসলামের সাক্ষ প্রদান করিব । আবু জেহেল ও আব্দুল্লাহ বিন আবু উমাইয়া বলতে থাকে - হে আবু তালিব! তুমি কি তোমার পিতা আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করছ ? হুজুর পাক বার বার আবু তালিবকে কলেমা পড়ার কথা বলিতে থাকেন, অবশেষে আবু তালিব যা শেষ কথা বলিয়া ছিল তাহা হইল - আমি আমার পিতা আব্দুল মুত্তালিবের ধর্মের উপরে আছি এবং 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলিতে অস্বীকার করে । হুজুর পাক বলেন - কসম আল্লাহর! আমি সেই সময় পর্যন্ত আপনার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করিতে থাকিব যতক্ষন না আল্লাহ আমাকে নিষেধ করিয়া থাকেন । (তখন এই আয়াত অবতীর্ন হয়)

ماكان للنبى والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولى قربى من بعدماتبين لهم انهم اصحب الجحيم.

(অনুবাদ - নবী আর ঈমানদারদের জন্য ইহা জায়েজ নয়, যে মুশরিকদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করা, যদি তাহার আত্মীয়ও হয় যখন তার জাহান্নামী হওয়া জানা যায়) । এবং আরো অবতীর্ন হয় -

انك لا تهدى من احببت ولكن الله يهدى من يشاء وهو اعلم بالمهتدين.

(অনুবাদ - প্রিয় পয়গম্বর ! তুমি হেদায়েত দিও না, যাকে বন্ধু মনে করো, তবে আল্লাহ হেদায়েত দেন যাকে চান, তিনিই ভাল জানেন, শুপথ প্রাপ্তদের) । (বোখারী ও মুসলিম, সংগৃহিত সাঈদী শারহে মুসলিম প্রথম খন্ড ৩৮৫ পৃষ্ঠা)

উপরুক্ত আয়াত পাক থেকে প্রমান হইতেছে যে, আবু তালিব হেদায়েত প্রাপ্ত নয় এবং এই আয়াত পাক যে, আবু তালিবের জন্য অবতীর্ন হইয়াছে তাহা বোখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীস দ্বারা প্রমানিত হইয়াছে । অতঃপর যে আয়াতে মুশরিক বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে সেই আয়াত পাকও আবু তালিবের জন্য অবতীর্ন হইয়াছে তাহাও প্রমান হইয়াছে উপরুক্ত হাদীস হইতে। ইহার পরেও আবু তালিবকে ঈমানদার বলিবেন ???

আবু তালিব সম্পর্কে হাদীস পাক

ইমাম বোখারী বর্ননা করিয়াছেন -

حدثنا العباس بن عبد المطلب قال للنبى ﷺ ما اغنيت عن عمك فانه كان يحوطك ويغضب لك قال هو فى ضحضاح من نار ولولا انا مكان فى الدرك الاسفل من النار.

হজরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব হুজুর পাক সাল্লাল্লহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকট জানিতে চাহিলেন- হুজুর আপনি আপনার চাচার (আবু তালিব) আজাব দুর করিয়াছেন ? তিনি আপনাকে লালনপালন করিয়াছেন, আপনার জন্য মানুষের প্রতি রাগান্বিত হতেন। হুজুর পাক বলিলেন - তাহার পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত আগুনে রহিয়াছে, আর যদি আমি না হতাম তাহালে সে আগুনের শেষ স্তরে থাকিত। (সহী বোখারী প্রথম খন্ড ৫৪৮ পৃষ্ঠা, সহী মুসলিম প্রথম খন্ড ১১৫ পৃষ্ঠা, মোসনাদে আহমাদ প্রথম খন্ড ২০৬/ তৃতীয় খন্ড ৯,৫০,৫৫ পৃষ্ঠা)

ইমাম নাসায়ী বর্ননা করিয়াছেন -

عن على قال قلت للنبى ﷺ ان عمك الشيخ الضال قد مات فمن يوا ريه قال اذهب فوار اباك.

হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহু বর্ননা করিয়াছেন, আমি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে বলিলাম, আপনার বুড়া গোমরাহ চাচা মরিয়া গিয়াছে তাহাকে কে দাফন করিবে ? হুজুর পাক বলিলেন - যাও তোমার পিতার দাফন করে দাও। (সুনানে নাসায়ী প্রথম খন্ড ২০৩ পৃষ্ঠা, সুনানে আবু দাউদ দ্বিতীয় খন্ড ২৭৫ পৃষ্ঠা, মুসান্নাফে আবি শায়বা তৃতীয় খন্ড ৩৪৭ পৃষ্ঠা,দালায়েলুন নবুওয়ত দ্বিতীয় খন্ড ৩৪৯ পৃষ্ঠা)

ইমাম ইবনো আবি শায়বা বর্ননা করিয়াছে -

عن الشعبى قال لما مات ابو طالب جاء على الى النبى ﷺ فقال ان عمك الشيخ الكافر قد مات.

শাবী বর্ননা করিয়াছেনযে, যখন আবু তালিব মৃত্যু বরন করল তখন হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহু হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নিকটে আসিয়া বলিলেন, আপনার বুড়া চাচা যে কাফির ছিল, সে মরিয়া গিয়াছে। (মুসান্নাফ তৃতীয় খন্ড ৩৪৮ পৃষ্ঠ)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

উপরুক্ত কোরয়ানের আয়াত ও হাদীস পাক হইতে অকাট্ট ভাবে প্রমান হইয়াছে যে, আবু তালিবের মৃত্যু ঈমানের উপরে হয় নাই এবং সমস্ত সুন্নী উলামায় কিরামের ঐক্যমত ইহাই যে, আবু তালিবের ঈমানের কোন প্রমান নাই। আমি এখানে কেবল উদাহরন স্বরূপ কয়েকটি আয়াত ও কয়েকটি হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছি মাত্র। তবে ইহা কোন আনন্দদায়ক বিষয় নয়, কেননা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের বড় ইচ্ছা ছিল আবু তালিব ঈমান আনুক কিন্তু ভাগ্যের লিখন পূর্ন হইয়া রহিল। যাহারা আবু জেহেল ও আবু লাহাবের সমপর্যায় আনিয়া আবু তালিবকে সমালোচনা করিয়া থাকে তাহারা যেন একটু চিন্তা করিয়া বিষয়টিকে উত্থাপন করেন। কেননা, আবু তালিব হুজুর পাকের ছায়ার ন্যায় থাকিয়া সমস্ত প্রতিকুল পরিস্থিতিকে প্রতিরোধ করিয়াছে। ইহাতে হুজুর পাকের মনের মাঝে কোন রেখাপাত হইতে পারে। আর ইহা থেকে আল্লাহর নিকটে পরিত্রান চাই।

আবু তালিবের ঈমান সম্পর্কে বিস্তারিত জানিতে হইলে ইমাম আসমাদ রেজা খান আলাইহির রহমাতু অর রিদওয়ানের **'ইজাহুল মাতালিব-ঈমানে আবু তালিব'** পুস্তকটি অবশ্যই পাঠ করিবেন। আমাদের জন্য আ'লা হজরতের তাহ্কীক হইল যথেষ্ট। পাকিস্তানী গোমরাহ তাহেরুল কাদেরীর শরীয়াত বিরোধী কোন মতের সুন্নীগনের নিকট প্রজেয্য নয়। এই বক্তিটি নিজেকে হাই লাইট করিবার জন্য সুন্নী বিরোধী বক্তব্য করিয়া বাজার গরম করিয়া থাকে এবং নতুন ফিতনা রপ্তানী করিয়া থাকে।

খাজার খাদেমদের ইতিহাস

অখন্ড ভারতের মুসলমানদের, বিশেষ করিয়া ভারতবাসী সুন্নী মুসলমানদের বহুত বড় সৌভাগ্য যে, আজ আমরা সুলতানুল হিন্দ খাজা আজমিরী আলাইহির রহমাহকে কাছে পাইয়া গিয়াছি। আল হামদুলিল্লাহ ! সুন্নী মুসলমানদের মনের মাঝে সুলতানুল হিন্দ খাজা আজমিরী আলাইহির রহমার শানের কাছে কাহারো কোন প্রকার কিন্তু নাই। তাঁহার পবিত্র দরবারে হাজিরী দেওয়াকে প্রত্যেকেই স্বার্থক জীবন বলিয়া মনে করিয়া থাকে। আজ এই হাজিরী আর মুসলমানদের মধ্যে সীমা বদ্ধ নাই। অমুসলিমরা পর্যন্ত দলে দলে হাজিরী দিতে আরম্ভ করিয়াছে এই দরবারে। কিন্তু কেবল হাজিরী দেওয়া না হাজিরী দেওয়া। মানুষের মধ্যে আর সেই রূহানীয়াত নাই। নাই কোন পরিবর্তন। এই পাক দরবার থেকে ফিরিয়া যেমন কার তেমন। খুব কম সংখ্যক মানুষ এই পাক দরবার থেকে ফায়েজ ও বর্কাত হাসেল করিয়া থাকে।

হাজার হাজার মানুষের স্রোত দেখিয়া দরবারের খাদেমরা নিজেদের ব্যবসা খুব চাঙ্গা মনে করিয়া নিয়াছে। তাহাদের বেপরওয়ায়ীর সীমা নাই। নাই তাহাদের মধ্যে নামাজ রোজার কোন চর্চা। নাই ইল্ম ও আমলের কোন প্রকার খেয়াল। কেবল গান বাজনা রঙ তামাশা চুরি ও ছিনতাই হইল ইহাদের কাজ। এই খাদেমদের সংখ্যা প্রায় আট নয় হাজার কিন্তু ইহাদের মধ্যে না রহিয়াছে একজন আলেম, না রহিয়াছে একজন তালিবুল ইল্ম। বরং ইহারা হইল আলেম ও তালিবুল ইল্মদের মহা শত্রু। ইহাদের নিকটে আলেম ও তালিবুল ইল্মদের সামান্য সম্মান নাই। ইহারা হাজার হাজার যিয়ারতকারীকে নিজেদের দোকানের কাস্টমার মনে করিয়া থাকে। চব্বিশ ঘন্টা ফুল ও চাদর বিক্রয় করা এবং মানুষের পকেটমারী করা ইহাদের কাজ। আর ইহাদের ভিতরে যে দুর্নীতি ভরা রহিয়াছে তাহা বলিবার কথা নয়।

খাদেমরা হাজার হাজার মানুষকে হয়রান করিয়া থাকে। হাজার হাজার মানুষকে কাঁদাইয়া থাকে। ইহারা না আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করিয়া থাকে, না ইহারা সুলতানুল হিন্দ খাজা আজমিরী আলাইহির রহমাহকে দেখিয়া লজ্জা করিয়া থাকে। ইহারা নিজেদের পেটকে জাহান্নামের গেট করিয়া নিয়াছে। ইহারা কোটি কোটি টাকার মালিক হইয়াও ইহাদের মনের মাঝে শান্তি নাই। ইহারা মানুষের পকেট থেকে টাকা বাহির করিবার একশ রকমের ফন্দী শিখিয়া রাখিয়াছে। ইহার পরেও ইহারা পকেটে হাত ভরিয়া দিতে ছাড়িয়া থাকে না। কোন খাদেম ছাড়া এবং ফুল ও চাদর না নিয়া মাজারের মধ্যে প্রবেশ করা কোন সহজ কাজ নয়। এই রকম খালি হাতে যিয়ারতকারী মানুষকে ইহারা মানুষ মনে করিয়া থাকে না। যাহাই হউক, যখন মানুষ খাদেমের সঙ্গে ফুল ও চাদরের ডালি নিয়া মাজারের মধ্যে যাইয়া থাকে তখন এই খাদেমের দল শেষবারের মতো মানুষের মাথার উপরে খাজা বাবার মাজারের চাদর চাপাইয়া দিয়া পকেট থেকে টাকা পয়সা ও মোবাইল বাহির করিয়া থাকে। হাজার হাজারবার লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ ! মানুষ কত উঁচু মন নিয়া মাজারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে কিন্তু শেষে কাঁন্নার শেষ হইয়া থাকে না। দুঃখ ও আফসোস নিয়া বাবার দরবার থেকে বাড়ি ফিরিয়া থাকে। নাউজু বিল্লাহ ! আস্তাগ ফিরুল্লাহ !

খাদেমদের ব্যবহারে বহু মানুষের মনের মাঝে বহু কিছু প্রশ্ন জাগিয়া থাকে কিন্তু মানুষ মনের প্রশ্নগুলি সহজে মুখে প্রকাশ করিয়া থাকে না। কারন, বাবার দরবার। আর খাদেমরা হইল বাবার বেটা। লা হউলা অলা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ ! আপনি এখনো পর্যন্ত ভুল ধারনার মধ্যে রহিয়াছেন ! আপনি এখনো পর্যন্ত এই চোর গুলিকে বাবার বেটা মনে করিয়া বাবাকে দুষি করিতেছেন ! বাবার বেটারা বাবার সামনে বাবার ভক্তদের পকেটে হাত দিতে পারে ! লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ ! আপনি আপনার মনের মধ্যে পুরাতন ধারনাকে মুছিয়া দিন। ইহারা আদৌ বাবার বেটা নয়। ইহারা না সাইয়েদ, না ইহারা আওলাদে রসূল। ইহারা তো জাহান্নামের কুকুর। ইহারা হইল শীয়া

শয়তান। ইহাদের পূর্ব পুরুষগন ছিল রাজস্থানের রাখাল।

খাজা আজমিরী আলাইহির রহমার খাদেমরা কেহ আওলাদে রসূল নয়, কেহ সাইয়েদ নয়। ইহাদের কাহারো সহিত খাজা আজমিরী আলাইহির রহমার রক্তের সম্পর্ক নাই। ইহাদের পূর্ব পুরুষ হাকাভিল ও লাকাভিল দুই ভাই ছিল রাজস্থানের খুব গরীব মানুষ। ঘাস কাটিয়া ও রাখালী করিয়া বেড়াইতো। তবে ইহারা ছিল খাজা গরীব নাওয়াজের মুরীদ ও একান্ত অনুগত। সুলতানুল হিন্দের ইন্তেকালের পরে ইহারা মাজারের খাদেম হইয়া গিয়া ছিল। পরবর্তীকালে ইহাদের বংশধরগন নিজ দিগকে সাইয়েদ বলিয়া দাবী করিয়া থাকে। আজ পর্যন্ত এই দাবীর ভিত্তিতে ইহারা নিজ দিগকে সাইয়েদ বলিয়া চলিয়াছে। ইহারা আসলেই শীয়া শয়তান। দুনিয়া কামানো ছাড়া ইহাদের নাই কোন কাম। মানুষ কেবল খাজা গরীব নাওয়াজের মুহাব্বাতে চলিয়া যায় আজমীর শরীফ। খাদেমদের একশ রকমের যুল্মকে বর্দাশত করিয়া নিয়া থাকে গরীব নাওয়াজের মুহাব্বাতে। আর নিজ নিজ আকীদাহ আনুযায়ী বাবার দরবার থেকে দেশে ফিরিয়া থাকে। কে সাইয়েদ আর কে শীয়া দেখিয়া থাকে না। কিন্তু অতি দুঃখ্যের বিষয় যে, এই বৎসর ২০১৮ সালে অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে আজমীর দরবারের পক্ষ থেকে দুইজন বিশিষ্ট খাদেম কামরান চিশতী ও সরওয়ার চিশতী খুব গৌরবের সঙ্গে দুনিয়াকে জানাইয়া দিয়াছে যে, আমরা শীয়া। আমরা মুয়াবীয়াকে নিন্দা করিয়া থাকি এবং নিন্দা করিতে থাকিব। আর মসলাকে আ'লা হজরত মানে ওয়ালাদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ ঘোষনা রহিল।

আহারে শীয়া শয়তান ! জাহান্নামের কুকুরের দল ! মাসলাকে আ'লা হজরতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা ! শয়তানের দল মানুষের পকেট মারী করিয়া পেট চালাইয়া থাকে। ফুল ও চাদর বিক্রি করিয়া পেট চালাই থাকে। একশ রকমের ভাঁওতা দিয়া মানুষের নিকট থেকে হারামী রোজগার করিয়া পেট চালাইয়া থাকে। নির্লজ্জ জাহেলের দল খবর রাখিয়া থাকেনা যে, কোন বাতিল ফিরকার মানুষ মাজারে হাজেরী দিতে যাওয়া তো দুরের কথা, মাজারের দিকে মুখ করিয়া থাকেনা। যাহারা হাজেরী দিতে যায় তাহারা সকলেই হইল মাসলাকে আ'লা হজরত মানে ওয়ালা। আ'লা হজরতই মানুষকে মাজারে যাইতে শিখাইয়াছেন। আ'লা হজরতই মাজারে ফুল ও চাদর দেওয়ার দলীল দিয়াছেন। আ'লা হজরতই উরুষ ফাতিহার পক্ষে দলীল দিয়াছেন। আজ মাসলাকের আ'লা হজরতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা ! শয়তানের দল জানেনা যে, মাসলাকে আ'লা হজরত না থাকিলে মাজারে বসিয়া মাছি হাকাইতে হইতো।

অখন্ড ভারতে মাজারে ফুল ও চাদর চড়াইবার ব্যাপারে, আইলিয়ায় কিরাম দিগের দরবারে হাজিরী দেওয়ার ব্যাপারে, আউলিয়ায় কিরাম দিগের উরুষ ও ফাতিহা করিবার ব্যাপারে শত শত বাহাস মোনাজারা হইয়া চলিয়াছে। এই সমস্ত মোনাজারার মোকাবিলা করিয়া থাকে কাহারা ? বাবার মাজারে বসিয়া হারামী রোজগারে লিপ্ত রহিয়াছে আট নয় হাজার শীয়া শয়তানের দল। ইহাদের মধ্যে একজন আলেম তো দুরের কথা, একটি তালিবুল ইল্ম পর্যন্ত নাই যে, বাহাস মোনাজারা দেখিবার জন্য ময়দানে হাজির হইবে। সেই আ'লা হজরতের গোলামরাই বীর বাহাদুরের মত হাজির হইয়া থাকেন। তবেই আজ মাজার গুলি শান শাওকাতের সঙ্গে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। অখন্ড ভারতের সমস্ত মাজারের পাহারাদারী করিতেছেন আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা খান আলাইহির রহমাতু অর রিদওয়ানের গোলামগন। তবেই আজ সমস্ত মাজার গুলি বহাল তবীয়াতে কায়েম রহিয়াছে। আর মাজারের খাদেমগন নিজেদের ব্যবসার বাজার চাঙ্গা করিতেছে। শয়তানের দল মাজারে বসিয়া ব্যবসা করিতেছে আবার 'মাসলাকে আ'লা হজরত' এর উপরে বিষ ঢালিতে ব্যাস্ত রহিয়াছে। ছিঃ নির্লজ্জ শয়তানের দল।

সমস্ত সুন্নী ভাইদের নিকট আমার আবেদন যে, তাহারা যেন খাজা বাবার দরবারী খাদেমদের হাতে একটিও পয়সা না দিয়া থাকে। একটি ফুল ও একটি চাদর না কিনিয়া থাকে। হাঁড়িতে একটি পয়সা না ফেলিয়া থাকে। গরীব মিসকীনদের হাতে পয়সা দিয়া বাবার নামে ফতিহা করিয়া

দিন । সুন্নী উলামাদিগের, বিশেশ করিয়া আ'লা হজরতের কিতাব গুলি ক্রয় করতঃ বিনা মুল্যে মানুষের হাতে তুলিয়া দিন । আমার আবেদন কেবল আবেগ বশে নয় বরং শরীয়াতের দৃষ্টি ভঙ্গিতে ।

হজরত মুয়াবিয়া

রাদী আল্লাহু আনহু

ইসলামের মধ্যে প্রথম শ্রেনীর মুসলমানকে বলা হইয়া থাকে সাহাবায় কিরাম । ইহাদের দরজা সব চাইতে উঁচু । ইহাদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ঘোষনা করিয়াছেন- "رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ" আল্লাহ তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাহারা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট । সাহাবায় কিরাম দিগের শান ও সম্মান সম্পর্কে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের শতাধিক হাদীস রহিয়াছে । যেমন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - "اَصْحَابِیْ كَالنُّجُوْمِ فَبِاَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ" আমার সাহাবাগন নক্ষত্র গুলির ন্যায় । সুতরাং তাহাদের মধ্যে যাহাকে অনুসরন করিবে হিদায়েত পাইয়া যাইবে । (মিশকাত ৫৫৪ পৃষ্ঠা)

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আরো বলিয়াছেন - "لَاتَمَسُّ النَّارُ مُسْلِمًا مَنْ رَانِیْ" সেই মুসলমানকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করিবে না যে আমাকে দেখিয়াছে অথবা যে আমার সাহাবাকে দেখিয়াছে। (মিশকাত ৫৫৪ পৃষ্ঠা)

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আরো বলিয়াছেন - "لَاتَسُبُّوْا اَصْحَابِیْ" তোমরা আমার সাহাবাগনকে গালি দিবে না । (মিশকাত ৫৫৩ পৃষ্ঠা)

হজরত মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহু ছিলেন একজন উচ্চ পদস্থ সাহাবা । তিনি ছিলেন মুজতাহিদ ও অহীর লেখক । আবার সেই সঙ্গে তিনি হইলেন কিয়ামতের সকাল পর্যন্ত মুমিন মুসলমানদের মামা । তাঁহার শানে চার মাযহাবের ইমামগন - ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফয়ী,ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ ইবনো হাম্বাল একটি শব্দের বেয়াদবী করেন নাই । অনুরূপ চার তরীকার পীরানে পীরগন - শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী, খাজা মইনুদ্দীন চিশতী, বাহাউদ্দীন নাকশা বন্দী ও মুজাদ্দিদে আলফেসানী একটি শব্দের সমালোচনা করেন নাই । বিশেষ করিয়া বর্তমান জামানায় আহলে সুন্নাতের প্রতীক হইলেন আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা খান আলাইহির রহমাতু অর রিদওয়ান তাঁহার পবিত্র শানে আঘাত মূলক একটি শব্দ বলেন নাই, বরং তিনি নাসীমুর রিয়াজের হাওলায় বলিয়াছেন -

"وَمَنْ يَكُوْنُ يَطْعَنُ فِیْ مُعَاوِيَةَ فَذَاكَ مِنْ كِلَابِ النَّارِ"

যে ব্যক্তি হজরত মুয়াবিয়ার শানে দোষারোপ করিবে সে হইল জাহান্নামের কুকুর গুলির মধ্যে একটি কুকুর ।

বর্তমানে শীয়া সম্প্রদায় হজরত আমিরে মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহুর শানে খুব উৎপাত আরম্ভ করিয়া দিয়াছে । ইহারা নিজদিগকে আলে বায়েত ও সাইয়েদ বলিয়া দাবী করিয়া থাকে । আসলেই ইহারা সাইয়েদ ও আলে বায়েত নয় । বরং ইহারা শীয়া । সেই সঙ্গে ইহারা হজরত আমিরে মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহুকে অকথ্য ভাষায় গালি দিয়া থাকে এবং তাঁহাকে কাফের বলিয়া নিজেরা কাফের ও জাহান্নামের কুকুর । পশ্চিম বাংলায় ইহাদের বড় ঘাটি হইল মেদনীপুর । ইহাদের হাতে মুরীদ হওয়া হারাম । সাধারন মানুষ 'আলে বায়েত' শুনিয়া ধোকায় পড়িয়া রহিয়াছে । কিন্তু ধোকায় পড়িবার কিছুই নাই । যাহারা প্রকৃত আহলে বায়েত তাহারা কখনই হজরত আমিরে মুয়াবিয়া রাদী আল্লাহু আনহুর শান বিরোধী কথা বলিয়া থাকে না । না তাহারা হজরত আবু বাকার ও হজরত উমারের খিলাফাতকে অস্বীকার করিয়া থাকে । সুন্নী মুসলমান খুব সাবধান !

মা - বোনদের বলিতেছি

যে সমস্ত আমলে আপনার সংসার শান্তিময় হইবে

আমল নাম্বার - (১)

আমার স্নেহের মা ও বোন ! প্রথমে নিজে বদ খেয়াল থেকে বাঁচিবার চেষ্টা করিবেন । যখনই মনের মাঝে কোন বদ খেয়াল চলিয়া আসিবে, তখনই নিম্নের দোয়াটি অবশ্যই পাঠ করিবেন । আপনার স্বামী যদি বদ খেয়াল হইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি তাহার সহিত ঝগড়া করিতে যাইবেন না । বিপদ হইবে, বিপদ হইবে। আপনি স্বামীর আড়ালে দোয়াটি সাতবার পড়িয়া পানিতে কিংবা কোন খাবারে ফুঁক দিয়া রাখিবেন । আশাকরি এই পানি কিংবা সাত দিন নতুন নতুন পানিতে দোয়াটি পাঠ করতঃ ফুঁক দিয়া খাওয়াইতে পারিলে মন পরিবর্তন হইয়া যাইবে । অনুরূপ ছেলে মেয়ে যদি বদ খেয়াল ও বদ চরিত্র হইয়া থাকে, তাহা হইলে দোয়াটি অবশ্যই কাগজে লিখিয়া গলায় তাবীজ করতঃ ঝুলাইয়া দিবেন এবং কমপক্ষে সাত দিন পানিতে ফুঁক দিয়া কিংবা দোয়াটি কাগজে লিখিয়া পানিতে ভিজাইয়া পানি পান করাইবেন । আরো বলিতেছি, যাহাদের হার্ট খুব দুর্বল কিংবা হার্টের গন্ডোগোল হইয়া গিয়াছে, যাহার কারনে শত শত টাকা ঔষধে ব্যয় হইয়া যাইতেছে তাহাদের জন্য নিম্নের দোয়াটি মহা ঔষধ । এই দোয়াটি সব সময়ে পাঠ করিতে থাকিলে খুবই ভাল হয় । অন্যথায় দোয়াটি তাবীজ করতঃ গলায় ঝুলাইয়া দিবে এবং দোয়াটি সাতবার পাঠ করতঃ পানিতে ফুঁক দিয়া কমপক্ষে এগারো দিন পান করিতে থাকিবে। সবচাইতে ভাল হইবে যে, এই পানি ছাড়া অন্য কোন পানি পান করিবে না। পানির সহিত পানি মিশাইয়া পান করিতে থাকিবে।

”يَا اَللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ لِلْمَا رَاكُنْ

مُسْتَقِيْمُ بِحَقِّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ“

উচ্চারন - ইয়া আল্লাহু, ইয়া রহমানু, ইয়া রহীমু-দিলে মারা কুন্ মুস্তাকীম, বেহাক্কে ই'য়াকা না'বুদু অ ই'য়াকা নাস্তাঈন ।

আমল নাম্বার - (২)

নিম্নের দোয়াটি সকাল ও সন্ধায় সাতবার করিয়া পাঠ করিয়া নিবেন । বাড়ির সমস্ত জিনিষের হিফাজত থাকিবে । কোন প্রকার ক্ষয় ক্ষতি হইবে না । জান ও মাল হিফাজত থাকিবে । কোন জিনিষ খাইবার পূর্বে দুয়াটি পাঠ করিয়া নিলে খাদ্যে বিষ কিংবা কোন দুষিত জিনিষ থাকিলে কোন ক্ষতি হইবে না । আল হামদু লিল্লাহ ! আমি এই দোয়াটি প্রায় চল্লিশ বৎসর আমলে রাখিয়াছি । আমার স্নেহের মা ও বোনেরা ! আপনারা দোয়াটি

অবশ্যই আমলে রাখিবেন । তবেই তো স্বামীর সংসার নিরাপদ থাকিবে ।

"بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَيْئٌ فِى الْاَرْضِ وَ لَا فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ"

উচ্চারন - **বিস মিল্লা হিল্লাজী লা ইয়াদুর্রো মায়াস্ মিহী - শায়উন, ফিল আরদি - অলা ফিস্ সামাই অহুয়াস সামিউল আলীম** ।

আমল নাম্বার - (৩)

আমার স্নেহের মা ও বোন ! স্বামীর সংসারে যদি দারিদ্রতা থাকে, তাহা হইলে তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিবে না । আশা করি আপনি একজন নেক বিবি হইয়া বাড়িতে ঢুকিয়াছেন । তবে আপনার দ্বারায় তো সংসারে সুখ শান্তি ফিরিবে । অশান্তি হইবে কেন ! আপনি আল্লাহর নিকট থেকে সংসারের শান্তি চাহিয়া নিন। যদি স্বামীর কাজ কারবার ঢিল পড়িয়া যায় এবং ব্যবসায় উন্নতি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আল্লাহর অয়াস্তে স্বামীকে আমল করিতে বলুন এবং আপনি নিজে আমল শুরু করিয়া দিন । ইনশায়াল্লাহ, সংসারে উন্নতি হইবে এবং সবাই সুখে শান্তিতে বাস করিতে পারিবেন । আমলের পুর্বে ও পরে এগারো বার দরূদ শরীফ পাঠ করিতে হইবে । ঈশার নামাজের পরে এমন একটি জায়গায় খোলা আসমানে দাঁড়াইয়া যাইবেন যে, মাথার উপরে যেন কোন ছাউনি না থেকে । তবে মা ও বোনকে আমি মাথার কাপড় সরাইতে বলিতেছি না । এইবার নিম্নের দোয়াটি পাঁচ শতবার পাঠ করিবেন । রুজি রোজগারে বর্কাত হইবে, ব্যবসা বানিজ্যে উন্নতি হইবে ও পাহাড় সমান ঋন থাকিলেও তাহা পরিশোধ হইয়া যাইবে । আরো বলিতেছি, যখন কোন বড় কাজ করিতে যাইবেন তখন এই দোয়াটি খুব পাঠ করিতে থাকিবেন । স্বামীর কিংবা ছেলের যদি চাকুরী হইবার আশা থাকে, তাহা হইলে তাহাদের এই দোয়াটি খুব পাঠ করিতে বলিবেন এবং আপনিও নিজে খুব পাঠ করিতে থাকিবেন ।

يَا مُسَبِّبَ الْاَسْبَابْ **'ইয়া মুসাব্বিবাল আসবাব'** ।

আমল নাম্বার - (৪)

আমার স্নেহের মা ও বোন ! কষ্ট করিয়া নিম্নের দোয়াটি মুখস্ত করিয়া নিবেন । ইহার বহু উপকার রহিয়াছে। দোয়াটির নাম 'নাদে আলী' ।

(ক) যদি সামনে কোন বড় বিপদ কিংবা কোন কঠিন কাজ আসিয়া যায়, তাহা হইলে প্রতি দিন দোয়াটি এক চল্লিশবার করিয়া পাঠ করিবেন । ইনশা আল্লাহ খুব শীঘ্র সফলতা পাইবেন ।

(খ) যে সমস্ত রোগী বড় রোগে জীবনের উপরে আশা হারাইয়া ফেলিয়াছেন, তাহাদের জন্য আসমানের পানি ধরিয়া নিয়া তাহাতে সাতবার দোয়াটি পাঠ করতঃ ফুঁক দিয়া পানিটি সুস্থ হইবার পূর্ব পর্যন্ত পান করাইতে থাকিবেন । ইনশায়াল্লাহ সুস্থ হইয়া যাইবে ।

সাইয়েদ গোলাম কিবরিয়া আজহারী

(গ) বাড়িতে যদি জিনের উপদ্রব হইয়া থাকে অথবা যদি কাহারো উপরে জিন চাপিয়া যায, তাহা হইলে দোয়াটি যখন তখন উচ্চস্বরে পাঠ করিতে থাকিবেন এবং পনেরোবার পাঠ করিয়া পানিতে ফুঁক দিয়া রোগীকে ঝাটকা মারিবেন এবং কিছু পানি পান করাইয়া দিবেন ।

(ঘ) যদি কাহারো নিকট কোন প্রস্তাব পাঠানো হইয়া থাকে এবং প্রস্তাবটি মানিয়া নিবে কিনা সন্দেহ হইয়া থাকে, তাহা হইলে যাহাকে পাঠানো হইবে তাহার কানে দোয়াটি গোপনে তিনবার পাঠ করতঃ ফুঁক দিয়া দিবেন। ইনশায়াল্লাহ তায়ালা কামিয়াব হইয়া ফিরিবেন ।

(ঙ) কোন দুশমনকে অনুগত করিতে হইলে তাহার খেয়াল করিয়া বেশ কিছু দিন আঠারো বার করিয়া দোয়াটি পাঠ করিবেন ।

(চ) দুশমনের দুশমনি জবান বন্ধ করিবার নিয়াতে প্রত্যেক নামাজের পরে দশবার করিয়া দোয়াটি পাঠ করিতে থাকিবেন । ইহাতে দুশমন বদনাম করা ত্যাগ করিবে ।

(ছ) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে স্বপ্নোযোগে সাক্ষাত করিবার জন্য খুব সুন্দর ভাবে অজু করিয়া ঈশার নামাজের পরে প্রথমে একশত বার দরুদ শরীফ পাঠ করিবেন । তারপর পাঁচশত বার দোয়াটি পাঠ করিবেন । পরে আবার একশত বার দরুদ শরীফ পাঠ করিবেন । তারপর অজু অবস্থায় শয়ন করিবেন । ইনশা আল্লাহ দীদারে মোস্তফা হাসিল হইয়া যাইবে ।

”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ نَادِ عَلِيًّا مَظْهَرَ
اَلْعَجَائِبِ تَجِدْهُ عَوْنًا لَّكَ فِي النَّوَائِبِ كُلُّ هَمٍّ
وَّ غَمٍّ سَيَنْجَلِيْ بِنُبُوَّتِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَبِوَلَا
يَتِكَ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ “

উচ্চারন - বিস্ মিল্লা হির্রাহমা নির্রাহীম নাদে আলিয়ান - মাজহারাল - আজাইবে - তাজিদুহু - আওনাল্লাকা ফিন্নাওয়া ইবে - কুল্লা হাম্মিউ অ গাম্মিন - সাইয়ানজালী - বেনবু ওয়াতিকা - ইয়া রাসূলাল্লাহ - অবে অলাইয়া - তিকা-ইয়া আলী, ইয়া আলী, ইয়া আলী !

আমল নাম্বার - (৫)

আমার স্নেহের মা ও বোন ! সংসারের কাজ কর্মে যদি দেহে ক্লান্তি আসিয়া যায় কিংবা যে কোন কারনে কেহ যদি দুর্বল হইয়া যায়, তাহা হইলে তাড়া তাড়ি ডাক্টারের নিকট যাইবার চেষ্টা করিবেন না । ডাক্তারী চিকিৎসার দিকে খুব বেশি ঝুঁকিয়া পড়িলে সংসারে অবর্কাত আসিয়া যাইবে । তাই নিম্নের দোয়াটি সকাল সন্ধায়

সাতবার করিয়া পাঠ কারিয়া নিবেন । বরং যখন তখন পাঠ করিতে থাকিবেন । ইহাতে আপনার দৈহিক অলসতা ও দুর্বলতা দুর হইয়া যাইবে ।

"يَا قَادِرُ يَاقَوِىُّ يَاقَائِمُ يَادَائِمُ"

উচ্চারন - ইয়া ক্বাদিরো, ইয়া কাবীউ, ইয়া কায়েমু, ইয়া দায়েমু ।

আমল নাম্বার - (৬)

আমার মা ও বোনেরা ! অনেক সময়ে অনেক বাচ্চাদের স্মৃতি শক্তি কম থাকে । পড়া শোনা স্মরনে রাখিতে পারে না । খুব পড়িবার পরেও ভুলিয়া যায় । আবার অনেকের পড়াশোনায় আদৌ মন থাকে না । মোটকথা, ছোট বড় যাহাদের স্মরন শক্তি কম, তাহাদের জন্য নিম্নের দোয়াটি অত্যন্ত কার্যকরি । নিম্নের দোয়াটি সাতবার পাঠ করতঃ পানিতে ফুঁক দিয়া কিংবা সম্ভব হইলে কাগজে লিখিয়া বোতলে ফেলিয়া দিবেন এবং সেই পানি এগারো দিন অথবা একুশ দিন পান করিতে থাকিবেন । এই পানি ছাড়া অন্য পানি না পান করিলে খুব ভাল হইবে । পানি যত কম হইয়া যাইবে ততো পানির সহিত পানি মিসাইয়া দিবেন।

"بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ

يَارَبِّ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ وَعِيْسٰى"

উচ্চারন - **বিস্ মিল্লা হির্রাহমা নির্রাহীম । ইয়া হাইউ, ইয়া কাইউম, ইয়া রব্বে মূসা অ হারুনা অ ঈসা ।**

আমল নাম্বার - (৭)

ছোট বাচ্চা অনেক সময়ে রাতে ভয় করিয়া থাকে । আবার অনেক সময়ে ঘুমের অবস্থায় চমকাইয়া থাকে। মা ও বোনেদের বলিতেছি । আপনারা সকাল ও সন্ধ্যায় নিম্নের সুরাহটি পাঠ করতঃ বাচ্চদের গায়ে ফুঁক দিয়া দিবেন । আর সম্ভব হইলে একটি কাগজে লিখিয়া তা'বীজ করতঃ বাচ্চার গলায় দিয়া দিবেন । ইনশা আল্লাহ বাচ্চা শান্তির সঙ্গে খুব আরামে ঘুমাইবে ।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعَصْرِ ☆ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ☆ اِلَّا الَّذِيْنَ

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَا

صَوْا بِالصَّبْرِ☆

উচ্চারন - বিস্ মিল্লা হির্রাহমা নির্রাহীম ।অল - আসরি - ইন্নাল - ইনসানা - লাফী - খুসরিন - ইল্লাল্লাজীনা - আমানু - অ আমেলুস্ সলিহাতি - অতাওয়া সাওবিল - হাক্কি - অতাওয়া - সাওবিস্ - সাবরি ।

আমল নাম্বার - (৮)

অনেক সময়ে মা ও বোনদের দুধ কম হইয়া যায় ।ইহার কারণ হইল যে, কখনো মা ও বোনেদের দেহে রক্ত কম থাকে ।আবার কখনো কাহারো বদ নজর লাগিয়া যায় ।অনেক সময়ে বিভিন্ন রোগের কারনে দুধ এমনই কম হইয়া যায় যে, বাচ্চার পেট ভরিয়া থাকে না ।এই অবস্থায় মা ও বোনেরা চঞ্চল হইয়া চিন্তার মধ্যে পড়িয়া যায়। আপনারা কোন প্রকার চিন্তা না করিয়া নিম্নের আমলটি করিবেন ।সূরাহ ক্বদর তিন দিন একুশবার করিয়া পাঠ করতঃ রুটিতে কিংবা কোন খাবারের উপরে ফুঁক দিয়া কিংবা লবনে ফুঁক দিয়া খাইবেন কিংবা কাহারো প্রয়োজন হইলে খাইতে দিবেন। গরু ছাগল ও মহিষের দুধ যদি কম হইয়া যায়, তাহা হইলে এই আমলে কাজ হইবে।

﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ☆ وَمَا اَدْرٰكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ☆ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ☆ تَنَزَّلُ الْمَلٰئِكَةُ وَ الرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ☆ سَلٰمٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ☆

উচ্চারন -বিস্ মিল্লা হির্রাহমা নির্রাহীম ।ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলা তিল ক্বদরি অমা আদরাকা মা লাইলাতুল ক্বদরি - লাইলাতুল ক্বদরী খায়রুম মিন আলফি শাহরিন - তানাজ্জালুল মালাইকাতু অরুহু ফিহা বি ইজনি রব্বিহিম মিন কুল্লে আমরিন সালামুন হিয়া হাত্তা মাতলা ইল ফাজরি ।

আমল নাম্বার - (৯)

নিজের দেহকে বন্ধ করিবার জন্য অথবা বাচ্চার দেহ বন্ধ করিবার জন্য নিম্নের নিয়মে আমল করিবেন, তাহা হইলে বদনজর থেকে বাঁচিয়া যাইবেন এবং যাদু ও জিনের আক্রমন থেকে নিরাপদ হইয়া যাইবেন । বিশেষ করিয়া সকাল ও সন্ধ্যায় বাচ্চা দিগকে ছাড়িবার পূর্বে আমলটি করিবেন । প্রথম চারবার পাঠ করিয়া নিবেন - বিস্ মিল্লা হির্রাহমা নির্রাহীম । এইবার নিম্নের দোয়াটি পাঠ করতঃ হাতে ফুঁক দিয়া বাচ্চাদের সমস্ত দেহে হাত বুলাইয়া দিবেন ।

بِحَقِّ جِبْرَائِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ☆ بِحَقِّ مِيْكَائِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ☆

بِحَقِّ اِسْرَافِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ☆ بِحَقِّ اِزْرَائِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

☆لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ☆

উচ্চারন - **বেহাক্কে জিবরাঈল আলাইহিস্ সালাম। বেহাক্কে মীকাঈল আলাইহিস সালাম। বেহাক্কে ইসরাফীল আলাইহিস্ সালাম। বেহাক্কে ইজরাঈল আলাইহিস্ সালাম। লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহু।**

আমল নাম্বার - (১০)

আমার স্নেহের মা ও বোনদিগকে বার বার বলিতেছি, নিম্নের দোয়াটি বাড়ির সবাই মুখস্ত করিয়া নিবেন এবং প্রতিবেশিদের মুখস্ত করিয়া নিতে বলিবেন। যে স্থানে দুশমনের আক্রমনের ভয় থাকিবে অথবা হঠাৎ কোন সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা হইবার সম্ভবনা বুঝিতে পারিতেছেন সেই সময়ে এই দোয়াটি ছোট বড় নির্বিশেষে পুরুষ ও মহিলা সবাই সব সময়ে পাঠ করিবেন। ইশা আল্লাহ তায়ালা নিরাপদে থাকিবেন। মোটকথা, যেখানে বিপদের কারণ সেখানে অবশ্যই পাঠ করিতে থাকিবেন।

"اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ"

উচ্চারন - **আল্লাহুম্মা ইন্না নাজয়ালুকা ফী নুহুরিহিম অ নাউজুবিকা মিন শরুরিহিম।**

আমল নাম্বার - (১১)

বিনা প্রয়োজনে কাহারো নিকটে কোন জিনিষ চাওয়া আদৌ উচিত নয়। কাহার নিকট থেকে কোন জিনিষ পাইতে হইলে কিংবা কাহারো কোন কথা মানইিতে হইলে নিম্নের আমলটি খুবই কার্যকরি। কাহারো নিকট কোন প্রস্তাব নিয়া যাইবার সময়ে কিংবা কেহ কাছে আসিয়াছে তাহার নিকটে কোন প্রস্তাব রাখিবার পূর্বে প্রথম দোয়াটি পাঠ করিয়া নিতে হইবে। তারপর সাত বার দ্বিতীয় দোয়াটি পাঠ করিয়া নিবে। তারপর তৃতীয় দোয়াটি একবার পাঠ করিয়া নিয়া নিজের মনের কথা প্রকাশ করিবে। ইনশা আল্লাহ তায়ালা উদ্দেশ্য পূর্ন হইয়া যাইবে।

প্রথম দোয়া - يَابُدُّوْحُ উচ্চারন - **ইয়া বুদ্দুহ।**

দ্বিতীয় দোয়া - وَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ উচ্চারন - **অ - আম্মাস সাইলা ফালা তানহার।**

তৃতীয় দোয়া - اَلٰهِىْ سُوَالِ مَنْ رَدْ نَهْ شُوَدْ وَ قَبُوْلْ شُوَدْ উচ্চারন - **ইলাহী সোয়ালে মান রদ নাহ শোদ অ কবুল শোদ।**

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) আমলের ফলাফল পুরাপুরি পাইতে হইলে হালাল রূজি খাইতে হইবে। আমল করিবার সময়ে খুব একাগ্রতা থাকা জরুরী অর্থাৎ একমনে একধ্যানে আমল আরম্ভ করিতে হইবে। মনের মাঝে যত বেশি একাগ্রতা থাকিবে ততো বেশি কাজ হইবে।

(খ) প্রত্যেক আমলের পূর্বে ও পরে এগারো বার করিয়া দুরুদ শরীফ পাঠ করিয়া নিবে। সাত বার পাঠ করিলেও হইবে। কমপক্ষে তিন বার পাঠ করিতে হইবে। যে কোন দরুদ শরীফ পাঠ করিলে চলিবে। তবে নিম্নের দরুদ শরীফ পাঠ করিয়া নিতে পারেন।

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ☆ اَلصَّلٰوةُ

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاحَبِيْبَ اللّٰهِ ☆ اَلصَّلٰوةُ

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاخَيْرَ خَلْقِ اللّٰهِ ☆ اَلصَّلٰوةُ

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَانُوْرًمِّنْ نُوْرِ اللّٰهِ ☆

উচ্চারন - **আস্ সালাতু অস্ সালামু আলাইকা ইয়া রসুলাল্লাহ। আস্ সালাতু অস্ সালামু আলাইকা ইয়া হাবীবাল্লাহ। আস্সালাতু আস সালামু আলাইকা ইয়া খায়রা খলকিল্লাহ। আস্ সালাতু অস্ সালামু আলাইকা ইয়া নুরাম্ মিন নুরিল্লাহ।**

(গ) যখন কোন জরুরী কাজের জন্য কিংবা মনের কোন জায়েজ কামনা পূর্ন করিবার জন্য কোন জিনিষ আমল করিতে ইচ্ছা করিবেন তখন অবশ্যই ফাতিহা করিয়া নিবেন, তাহা হইলে খুব তাড়া তাড়ি কাজ হাসেল হইয়া যাইবে। ফাতিহা করিবার নিয়ম - প্রথমে এগারোবার দরুদ শরীফ -

"اَللّٰهُمَّ عَلٰى سَيِّدِنَا مَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ

سَيِّدِنَا مَوْلٰنَامُحَمَّدٍ"

তারপর সূরায় ফাতিহা একবার -

﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ☆ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ☆

مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ☆ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ☆ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ☆ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۔ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ☆

তারপর একবার আয়াতুল কুরসী -

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ﴿٢٥٥﴾

তারপর তিনবার সূরাহ ইখলাস -

﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ﴾

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ☆ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ☆ لَمْ يَلِدْ ۔ وَلَمْ يُوْلَدْ ☆ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ☆

আবার এগারো বার দরুদ শরীফ পাঠ করতঃ দুই হাত উঠাইয়া দরবারে ইলাহীতে আবেদন করিবেন - আল্লাহ ! আমি তোমার এই অক্ষম বান্দা যাহা কিছু পাঠ করিয়াছি, তাহা তোমার দরবারে হাজির করিয়া দিলাম। দয়া করিয়া তোমার হাবীব মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের অসীলায় কবুল করিয়া নাও। অতঃপর

আপন অনুগ্রেহ আমাকে যে সাওয়াব দান করিবে তাহা সর্ব প্রথম আমার তরফ থেকে আমার মাহবুব মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে হাজির করিয়া দাও । তারপর তাঁহার অসীলায় সমস্ত আম্বিয়ায় কিরাম, সমস্ত সাহাবায় কিরাম ও বুজুর্গানে দ্বীনদের দরবারে হাজির করিয়া দাও । ইহাদের সবার অসীলায় সমস্ত মুমিন ও মুমিনাতের রূহে পৌঁছাইয়া দাও । বিশেষ করিয়া হুজুর গওস পাক হজরত আব্দুল ক্বাদের জীলানী ও আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী আলাইহিমার দরবারে পৌঁছাইয়া দাও । ইয়া আল্লাহ ! ইহাদের সবার অসীলায় আমার আমলকে কবুল করতঃ আমার উদ্দেশ্যকে পূর্ন করিয়া দাও । আমীন !

আপনি ভোট দিয়া কাফের হইবেন ?

আমাদের ভারত হইল গনতন্ত্র দেশ । এখানে ভোটের মাধ্যমে সব কিছু হইয়া থাকে । এইজন্য আমি আপনাকে কোন সময় ভোট দিতে বাধা দিব না । আপনি ভারতের নাগরিক হিসাবে ভোট দিতে পারেন আবার ভোট নিতেও পারেন । ইহা হইল আপনার গনতান্ত্রিক অধিকার । তবুও আপনি শরীয়তকে সামনে রাখিয়া চলিতে বাধ্য । কারন, আপনি হইলেন একজন মুসলমান । তাই আপনি কোন সময়ে শরীয়তের সামনে স্বাধীন নয় । এইজন্য আপনি আপনার কোন অধিকার প্রয়োগ করিবার পূর্বে শরীয়তের নির্দেশ মানিয়া নিতে বাধ্য ।

শরীয়ত কাহারো ভোট দিতে বাধা দিয়া থাকে না । আবার কেহ যদি প্রার্থী হইয়া ভোট নিতে চাহিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাতেও শরীয়তের কোন বাধা থাকে না । কিন্তু ইসলাম বিরোধী ভাবে ভোট দেওয়াতে ও ভোট নেওয়াতে শরীয়তের শায় থাকে না । এই রকম পর্যায় শরীয়তের চরম বাধা রহিয়াছে । এই বাধা উপেক্ষা করিলে আপনি চরম পর্যায়ের পাপে পড়িয়া যাইবেন ।

ভারতে যতগুলি রাজনৈতিক দল রহিয়াছে তাহাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্য হইল কেবল গদী দখল করা । এই দলগুলি ধর্মের ভিত্তিতে রাজনীতিক করিয়া থাকে না । কিন্তু বিজেপি ধর্মের ভিত্তিতে রাজনীতি করিয়া চলিয়াছে। ইহাদের বিজ্ঞাপনে যাহাই থাকুক না কেন ! ইহাদের আসল উদ্দেশ্য হইল রাজশক্তি হাতে নিয়া ইসলাম ও মুসলিমকে সমূলে নির্মুল করিয়া দেওয়া । ইহারা কখন ইসলাম ও মুসলমান এই দুইটি শব্দ শুনিতে প্রস্তুত নয় । ইহারা সমস্ত ভারতকে পৌত্তলিক করিতে চাহিতেছে । ভারতের মাটিতে মসজিদ মাদ্রাসাতো দুরের কথা, একজন মুসলমানকে দেখিতে নারাজ । সম্প্রতি ইহারা ভারতের বিভিন্ন নামকরা স্থানগুলির নাম পরিবর্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, শত শত মসজিদকে বাবরীর ন্যায় ধ্বংস করিবার প্লান নিয়াছে, গোহত্যা নিষিদ্ধ করিবার সাথে সাথে তালাকের ন্যায় একটি ইসলামের মৌলিক বিষয়ের উপরে হস্তক্ষেপ করিয়াছে ইত্যাদি । এই প্রকার আরো বহু জিনিষের উপরে তাহাদের হাত পড়িয়া গিয়াছে । মোটকথা, ইহারা একজন মানুষকে মুসলামান পরিচয় দিয়া ভারতের মাটিতে বাস করিতে দিবে না । সুতরাং এই পার্টিকে ভোট দেওয়া অথবা এই পার্টির সমর্থনে প্রার্থী হইয়া ভোট নেওয়া হইবে কুফরী কাজ । যাহারা এই পাটিকে ভোট দিবে তাহারা হইবে কাফের এবং যাহারা এই পার্টির প্রার্থী হইয়া ভোট নিবে তাহারাও হইবে কাফের ।

ফাতাওয়া বিভাগ

(১) ইশারুল হুক রেজবী, ছাত্র - জামিয়া রেজবীয়া মাযহারে ইসলাম - বেরেলী শরীফ - উত্তর প্রদেশ।

হুজুর ! মরা মুরগীর পেট থেকে ডিম বাহির হইলে সেই ডিম খাওয়া যাইবে কি না ? এই বিষয়ে কিছু আলামের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়াছে।

উত্তর - واللہ الھادی الی الحق সম্ভবতঃ এই প্রশ্নের জবাব ইতিপূর্বে কোন জায়গায় দেওয়া হইয়াছে। যাইহোক, এই ডিম পবিত্র এবং খাওয়া হালাল। যেমন আল জাওহারাতুন্ নাইয়ারাহ প্রথম খন্ড ২২ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে -

"الدجاجة اذا ماتت وخرجت منها بيضة بعد موتها فهي طاهرة يحل اكلها عندنا سواء اشتد قشرها ام لا لانه لا يحلها الموت"

মুরগীর মরনের পরে তাহার পেট থেকে ডিম বাহির হইলে তাহা হইবে পাক এবং তাহা খাওয়া হালাল। হানাফী ইমাম গনের নিকটে চাই ডিমের খোলা শক্ত হউক অথবা নাই হউক। কারন, সেখানে মৃত্য প্রবেশ করে নাই।

هذا ماظهر عندي والحق والصواب عند الله و عند رسوله

(২) মেদিনীপুর, সুতাহাটা, বাসুইয়া, জলসা কমিটির পক্ষে প্রশ্ন - আমাদের গ্রামটি পুরাপুরি ফুরফুরা পন্থী। হঠাৎ করিয়া আমাদের গ্রামের একটি ছেলে দেওবন্দী আলেম হইয়াছে। সে কিছু জিনিষে বাধা দিয়া গ্রামে অশান্তি সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। বিশেষ করিয়া কবরে খেজুরের শাখা দেওয়ার পুর্ন বিরোধীতা করিতেছে। আপনার নিকটে আমাদের প্রশ্ন হইল যে, আমরা দাফনের পরে কবরের উপরে খেজুর শাখা দিয়া থাকি তাহা জায়েজ কি না ?

উত্তর - واللہ الموفق والمعین কবরে খেজুর শাখা দেওয়া জায়েজ - খুবই উত্তম কাজ। ইহাতে কবর বাসীর খুব উপকার হইয়া থাকে। কবরবাসী আযাবে থাকিলে আযাব মাফ হইয়া থাকে। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কবরে খেজুর শাখা দিয়াছেন। সাহাবায় কিরাম কবরে খেজুর শাখা দিতে অসীয়াত করিয়াছেন। কেবল তাই নয়, সাহাবায় কিরাম কবরের মধ্যে পর্যন্ত খেজুর শাখা দিতে অসিয়াত করিয়াছেন। সাহাবায় কিরাম বাস্তবে কবরের ভিতরে পর্যন্ত খেজুর শাখা দিয়াছেন। নিম্নে হাদীস গুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"عن ابن عباس قال مر النبي ﷺ بقبرين يعذبان ومايعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستترمن البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمة ثم اخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لم صنعت هذا فقال لعله ان يخفف عنهما مالم ييبسا"

হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহুমা হইতে বর্নিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম দুইটি কবরের কাছ থেকে যাইবার সময়ে বলিয়াছেন যে দুইটি কবরে আজাব হইতে ছিল। তবে কোন বড় গোনাহের কারনে আজাব হইতেছে না। তাহাদের মধ্যে একজন বিনা পরদায় পেশাব করিতো এবং অন্যজন চোগলখুরী করিয়া বেড়াইত। অতঃপর তিনি একটি কাঁচা খেজুরের শাখা নিয়া দুই ভাগ করতঃ দুটি কবরের উপরে পুঁথিয়া দিয়াছেন। সাহাবায় কিরাম বলিয়াছেন, ইয়া রসুলাল্লাহ ! আপনি এইরূপ করিলেন কেন ? তিনি বলিয়াছেন, ইহা কাঁচা থাকা পর্যন্ত তাহাদের আজাব হাল্কা হইতে থাকিবে। (বোখারী শরীফ প্রথম খন্ড ১৮২ পৃষ্ঠা)

"اوصى بريدة الاسلمي ان يجعل في قبره جريدتان"

হজরত বুরাইরাহ আসলিমী রাদী আল্লাহু আনহু অসীয়ত

করিয়াছেন যে, তাহার কবরে যেন দুইটি খেজুর শাখা রাখা হইয়া থাকে । (বোখরী শরীফ প্রথম খন্ড ১৮১ পৃষ্ঠা)

"وكان ابو برزة يوصي : اذا مت فضعوا في قبري معي جريدتين :قال فمات في مفازة بين كرمان وقومس فقالوا: كان يوصينا ان نضع في قبره جريدتين وهذا موضع لا نصيبهما فيه! فبينماهم كذالك اذ طلع عليهم ركب من قبل سجستان فاصبوا معهم سعفا فاخذوا منه جريدتين فوضعوهمامعه في قبره"

হজরত আবু বারযা অসীয়ত করিয়াছেন যে,যখন আমি মরিয়া যাইবো তখন তোমরা আমার কবরের মধ্যে আমার সঙ্গে দুইটি খেজুরের শাখা দিবে । অতঃপর তিনি কিরমান ও কুমাসের মাঝখানে একটি মরূময় স্থানে ইন্তেকাল করিয়াছেন । তখন তাহার সঙ্গীগন বলিয়াছেন, তিনি তো আমাদিগকে তাহার কবরে দুইটি খেজুর শাখা দিতে অসিয়ত করিয়াছেন । কিন্তু ইহা এমনই একটি স্থান যে, আমরা তাহা পাইবো না । তাহারা নিজেদের মধ্যে এই কথা বলা বলি করিতে ছিল । হঠাৎ তাহাদের কাছে সাজিস্তানের দিক থেকে কিছু সাওয়ারী আসিয়া গিয়াছে । তাহাদের নিকট ছিল খেজুর শাখা । অতঃপর তাহারা তাহা থেকে দুইটি খেজুর শাখা নিয়া তাহার কবরের মধ্যে তাহার সঙ্গে রাখিয়া দিয়াছেন । (শারহুস্ সুদুর ৪০৫ পৃষ্ঠা)

কবরের উপরে খেজুর শাখা দেওয়া বহু কিতাব থেকে প্রমানিত । যেমন হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য কিতাব রদ্দুল মোহাতার দ্বিতীয় খন্ড ২৪৫ পৃষ্ঠা, মিশকাত শরীফের শারহ মিরাতুল মানাজী প্রথম খন্ড ২৬০ পৃষ্ঠা, বোখারী শরীফের শারাহ নুজহাতুল কারী দ্বিতীয় খন্ড ১০৫ পৃষ্ঠা, বোখারী শরীফের শারাহ নি'মাতুল বারী প্রথম খন্ড ৬৫৫ পৃষ্ঠা ও মিশকাতের শারহ মিরকাত প্রথম খন্ড ২৮৬ পৃষ্ঠায় কবরের উপরে খেজুর শাখা দেওয়া জায়েজ বলা হইয়াছে। এই কিতাব গুলি ছাড়া আরো বহু কিতাবে ইহাকে জায়েজ বলা হইয়াছে । এই সমস্ত কিতাবের মুকাবিলায় কেবল আপনাদের গ্রামের একজন দেওবন্দী মৌলবী কেন, দুনিয়ার সমস্ত দেওবন্দী মৌলবী এক হইয়া বিরোধীতা করিলেও তাহা অগ্রাহ্য হইবে । কারন, দেওবন্দী মৌলবীরা নিজেদের বদ আকীদার কারনে দ্বীন থেকে দুরে সরিয়া গিয়াছে ।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কবরে খেজুরের শাখা দিয়াছেন । অনুরূপ সাহাবায় কিরামও দিয়াছেন এবং বর্তমানে বিশ্ব মুসলিমদের মধ্যে দেওয়ার প্রচলন রহিয়াছে ।

(খ) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কবরে খেজুর শাখা দেওয়া কেবল দুইটি কবরের জন্য খাস ছিল না । অন্যথায় সাহাবায় কিরাম দিগের মধ্যে ইহার প্রচলন হইত না ।

(গ) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র হাত ও পবিত্র পায়ের বর্কাত তো সতন্ত্র কথা এবং তাহার দোয়া তো দুরের কথা ! যদি তাঁহার পবিত্র জুতা জোড়া কোন কবরের উপরে রাখিয়া দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে কেবল কবরের আজাব নয়, বরং জাহান্নামের আজাব মাফ হইয়া যাইবে । কিন্তু হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কবরের উপরে না নিজের হাত মুবারক রাখিয়াছেন, না দোয়া দিয়াছেন বরং তিনি খেজুরের শাখা দিয়া কিয়ামতের সকাল পর্যন্ত মোমিন মুসলামনদের কবরের আজাব থেকে বাঁচিবার একটি বড় ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন । অন্যথায় কেবল এই দুইটি কবরের মুর্দাগন উপকৃত হইত কিংবা হুজুর পাকের জাহিরী হায়াতে যাহাদের জন্য করিতেন কেবল তাহারাই উপকৃত হইত।

ইমাম বোখারী থেকে আরম্ভ করিয়া যে সমস্ত মোহাদ্দিস হাদীস গুলি বর্ননা করিয়াছেন তাঁহারা প্রত্যেকেই কবরে খেজুর শাখা প্রদানের পক্ষে ছিলেন । অন্যথায় তাঁহারা নিজ নিজ কিতাবের মধ্যে এই হাদীস গুলি আনিতেন না ।

(ঙ) বর্তমানে বাতিল ফিরকা গুলি কবরে খেজুর শাখা

দেওয়ার বিরোধীতা করিবার কারনে ইহা সুন্নীদের আলামাত হইয়া গিয়াছে যে, সুন্নীগন কবরে খেজুর শাখা দিয়া থাকেন এবং যাহারা বাতিল তাহারা বিরোধীতা করিয়া থাকে। সাধারন ফুরফুরা পন্থীদের দুর ভাগ্য যে, তাহারা এখনো পর্যন্ত নিজ দিগকে সুন্নী ধারনা করতঃ এই সমস্ত কাজ গুলি দৃঢ়তার সহিত ধরিয়া রহিয়াছেন এবং দেওবন্দীদের বিরোধীতা করিয়া চলিয়াছেন কিন্তু তাহাদের দুরভাগ্য যে, তাহদের মারকায ফুরফুরা থেকে প্রকাশ্য ভাবে প্রচার করা হইতেছে যে, তাহারা হইল দেওবন্দী। যেমন মাওলানা সায়ফুদ্দিন সিদ্দিকী সাহেব 'আদ্দাওয়া' নামক পুস্তক লিখিয়া প্রকাশ্য ভাবে ঘোষনা করিয়া দিয়াছেন। অনুরূপ এই পন্থীর একজন বড় মাওলানা পিয়ারডাঙ্গার আহমাদুল্লাহ সাহেব দেওবন্দীদের সহিত একমত হইয়া 'যৌথ বিবৃতি' নামে একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করতঃ দেওবন্দীদের হক্ক জাময়াত বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

هذا ماظهر عندی و الحق و الصواب عند الله و عند رسوله

(৩) মোহাম্মাদ উরফে ইমরান উদ্দীন রেজবী, ইসলামপুর কলেজ রোড, ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ।

বর্তমানে দেওবন্দীরা ও তাহাদের সঙ্গে ফুরফুরা পন্থীরাও খুব প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাকের মধ্যে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নূর হইবার হাদীসটি নাই। ইহাতে আমাদের সুন্নীদের মধ্যে বহু মানুষ বিভ্রান্তির মধ্যে পড়িয়া যাইতেছে। এই ব্যাপারে এক কলম লিখিয়া দিলে উপকার হইত।

উত্তর - و الله الموفق و المعين বর্তমানে ওহাবী সম্প্রদায় বহুত বড় জালিয়াতী আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। তাহাদের জালিয়াতী থেকে বাঁচিয়া থাকা বিশ্ব মুসলমানের জন্য যারপর নয় কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা শরীয়াতকে নিজেদের মন মত বানাইবার জন্য হাদীসের কিতাব গুলি পরিবর্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই অভিশপ্ত জালিয়াতের দল **'মুসান্নাফে আব্দির রাজ্জাক'** থেকে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নূরের হাদীসটি বাহির করিয়া দিয়াছে। পুরাতন সমস্ত কিতাব গুলিতে এই হাদীসটি রহিয়াছে। মুসান্নাফে আব্দির রাজ্জাক থেকে যে অংশটি আউট করিয়া দিয়াছে সেই অংশটি বাইরূত থেকে ছাপা হইয়াছে। আল হামদু লিল্লাহ! সেই অংশটি আমার দফতরে রহিয়াছে। যাইহোক, এখন আমি ফুরফুরা পন্থীদের ও দেওবন্দীদের হাকীমুল উম্মাত আশরাফ আলী থানুবীর কিতাব থেকে হাদীসটির উদ্ধৃতি প্রদান করিতেছি। থানুবী সাহেবের পক্ষ থেকে তাহাদের জবাব দেওয়ার দায়িত্ব থাকিবে।

نور محمد کا بیان

"پہلی روایت عبدالرزاق نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبد الله انصاری سے روایت کیا ہے کہ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں مجھ کو خبر دیجئے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالی نے کونسی چیز پیدا کی۔ آپ نے فرمایا اے جابر اللہ تعالی تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے۔۔۔"

প্রথম বর্ননা, আব্দির রাজ্জাক সনদের সহিত হজরত জাবির ইবনো আব্দিল্লাহ আনসারী থেকে বর্ননা করিয়াছেন যে, আমি আবেদন করিয়াছি আমার মাতা পিতা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের প্রতি উৎসর্গ; আমাকে সংবাদ দিন যে, সমস্ত জিনিষের পূর্বে আল্লাহ তায়ালা কোন্ জিনিস পয়দা করিয়াছেন? তিনি বলিয়াছেন, হে জাবির! আল্লাহ তায়ালা সমস্ত জিনিষের পূর্বে তোমার নবীর নূরকে নিজের নূর থেকে ....(নাশরূত তীব ফী জিকরিল হাবীব ৫ পৃষ্ঠা)

و الله تعالی اعلم

(৪) আবুল হাসেম, রামপুরহাট - বীরভূম।

হুজুর! আমি একজন সরকারী অফিসার ছিলাম। ব্যাঙ্কের টাকা ছাড়া আমার হাতে আর অন্য কোন টাকা নাই। কিন্তু এই টাকাতে আমার মূলধন ও সুদ একাকার হইয়া গিয়াছে। আমি কি এই টাকাতে হজে যাইতে পারিব? অন্যথায় আমার পক্ষে হজ করা আদৌ সম্ভব হইবে না।

উত্তর - و الله الموفق و المعين ব্যাঙ্কের ইন্টারেষ্ট বা লভাংশকে সুদ বলা একটি গোনাহের কাজ। আপনি ভুলিয়াও কখনো ব্যাঙ্কের লভাংশকে সুদ বলিবেন না।

আপনি এই টাকা ইচ্ছা করিলে খাইতে পারিবেন । আবার ইচ্ছা করিলে কোন নেক কাজে ব্যবহার করিতে পারিবেন। কারন, ইহা আদৌ সুদ নয় -

"كما نقل صاحب الهداية قول النبي ﷺ لا ربوٰ بين المسلم والحربي في دار الحرب"

যেমন হিদাইয়ার লেখক হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের উক্তি নকল করিয়াছেন যে, দারুল হরবে মুসলমান ও হারবী (কাফের) এর মধ্যে সুদ বলিয়া কিছুই নাই ।

এই বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে হইলে আমার লেখা - 'ব্যাঙ্কের সুদ প্রসঙ্গ' পাঠ করিয়া নিবেন ।

والله تعالى اعلم

(৫) মাওলানা সোহেল রানা, শিক্ষক - দ্বীনে ইল্মে ইলাহি মাদ্রাসা, ভাদুরীয়াপড়া, জলঙ্গী, মুর্শিদাবাদ ।

হুজুর ! আপনার কিতাবে দেখিয়াছি এবং আপনি প্রায় বলিয়া থাকেন যে, ইমাম আবু হানীফা ঈশার অজুতে চল্লিশ বৎসর ফজরের নামাজ পড়িয়াছেন । আপনি দয়া করিয়া কোন মুল কিতাবের উদ্ধৃতি দিবেন ।

উত্তর - والله الموفق و المعين ইমাম আ'যম আবু হানীফা আলাইহির রহমার শান ছিল অতি উচ্ছ । তিনি বহুত বড় আবিদ ও জাহিদ ছিলেন । চল্লিশ বৎসর ঈশার অজুতে ফজরের নামাজ পড়া তাহার শানের কাছে কোন অসম্ভব বিষয় নয় । সাইয়েদুত তাবেঈন সাঈদ ইবনো মুসাইয়াব আলাইহির রহমা পঞ্চাশ বৎসর ঈশার অজুতে ফজরের নামাজ পড়িয়াছেন । ইহাতে 'আপনি' থাকিবেন কেন ! আমি আমার যে কিতাবে ইমাম আবু হানীফার কথা উল্লেখ করিয়াছি যে, "তিনি চল্লিশ বৎসর ঈশার অজুতে ফজরের নামাজ পড়িয়াছেন" সেখানে অবশ্যই কিতাবের উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে । এখন আমি মুল কিতাবের উদ্ধৃতি সনদসহ প্রদান করিতেছি । যেমন তারিখে বাগদাদের মধ্যে বলা হইয়াছে -

"اخبرنا علي بن المحسن المعدل قال حدثنا ابو بكر احمد بن محمد بن يعقوب الكاغدى قال حدثنا ابو محمد عبد الله بن محمد بن يعقوب بن الحارث البخارى ببخارى قال حدثنا احمد بن الحسين البلخي قال حدثنا حماد بن القريش قال سمعت اسد بن امرو يقول صلى ابو حنيفة فيما حفظ عليه صلوة الفجر بوضوء صلاة العشاء اربعين سنة فكان عامة الليل يقرأ جميع القران في ركعة واحدة وكان يسمع بكاءه بالليل حتى يرحمه جيرانه وحفظ عليه انه ختم القران في الموضع الذى توفي فيه سبعة آلاف مرة"

হজরত আসাদ ইবনো আমর বলিতেছেন, ইমাম আবু হানীফা ঈশার নামাজের অজুতে চল্লিশ বৎসর ফজরের নামাজ পড়িয়াছেন । তিনি অধিকাংশ রাতে এক রাকয়াতে পুর্ন কোরয়ান খতম করিতেন । আর রাতে তাঁহার এমনই কান্না শোনা যাইতো যে, তাঁহার প্রতি তাঁহার প্রতিবেশিদের দয়া আসিয়া যাইত । আর তিনি যে ঘরে ইন্তেকাল করিয়াছেন সেই ঘরে সাত হাজার বার কোরয়ান শরীফ খতম করিয়াছেন ।

"قال الذهبي في السير وعن اسد بن عمرو ان ابا حنيفة رحمه الله صلى العشاء والصبح بوضوء اربعين سنة"

ইমাম যাহাবী সীয়ারের মধ্যে বলিয়াছেন, ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি চল্লিশ বৎসর একই অজুতে ঈশার নামাজ পড়িয়াছেন ।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) আউলিয়ায় কিরামদিগের অসাধারন ইবাদত ও আলৌকিক ঘটনা গুলি অস্বীকার করিবার প্রবনতা প্রকাশ পাইয়াছে ওহাবী সম্প্রদায়ের নিকট থেকে। বিশেষ করিয়া বর্তমানে ওহাবী সম্প্রদায় গোমরাহ আলবানীর উক্তিকে বেশি গুরুত্ব দিয়া থাকে। কিছু সাধারন সুন্নী আলেমও নাবুঝের মত ওহাবীদের কথায় কান দিয়া বিভ্রান্তির মধ্যে পড়িয়া গিয়াছেন।

(খ) আমি সনদসহ উক্তিটি উদ্ধৃত করিয়াছি। তারিখে বাগদাদ হইলো একটি উচ্ছ পর্যায়ের কিতাব। ইহা থেকে প্রমান হইতেছে যে, সেই যুগ হইতে ইমাম আবু হানীফার সম্পর্কে এই কথাটি ব্যাপক হইয়া রহিয়াছে। সুতরাং কেহ এই কথা বলিতে পারিবে না যে, ইহা বর্তমান যুগের আলিমদের বানানো কথা।

(গ) আমাদের শীর্ষ স্থানীয় উলামায় কিরাম যখন মানিয়া নিয়াছেন তখন আমাদের দ্বিমত করিতে যাওয়া বড় ধরনের ভুল হইবে।

والله تعالى اعلم

একটি জরুরী প্রশ্নের জবাব

মাওলানা জহুরুল ইসলাম, বাপ্পা, আব্দুল হান্নান, নুরুল হুদা, মাষ্টার আজিজুল হক, মুনকীর শেখ ও আব্দুল হাসীব- শীলগ্রাম, চাঁদপাড়া, রামপুরহাট - বীরভূম।

বারই রবীউল আওয়াল - নবী দিবসের দিন আমাদের এক জালসায় পাথার পীর সাহেবের ছেলে আনসার আলী প্রকাশ্য জালসায় বলিয়াছে, আবু বাকার, উমার ও উসমান হইল বড় মুনাফিক। ইহারা সাহাবা নয়। জোর করিয়া খিলাফাত নিয়াছে। ইহারা নবীর জানাজা পড়ে নাই। মাসলাকে আ'লা হজরত মানা হারাম ইত্যাদি। ইহাতে আমরা চরম দুঃখিত। কিন্তু অশান্তি ঘটিবার ভয়ে আমরা জোর দিয়া কিছু বলি নাই। এই আনসার সাহেব নিজেকে সাইয়েদ বলিয়া থাকে। আনসারের উপরে শরীয়াতের হুকুম কি হইবে?

উত্তর - والله الهادى والهداية من الله হাজারবার আস্তাগফিরুল্লাহ, নাউজুবিল্লাহ ও লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! যেমন বিশ্ব মুসলিমদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার জাতে বা সত্ত্বায় কোন সন্দেহ নাই ও তাহার কিতাব কোরয়ান পাকে কোন সন্দেহ নাই এবং হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নবুওয়াতে কোন সন্দেহ নাই; ঠিক তেমনই হজরত আবু বাকার সিদ্দিক ও হজরত উমার ফারুক রাদী আল্লাহু আনহুমার খিলাফাতে কোন সন্দেহ নাই। হজরত আবু বাকার সিদ্দিক, হজরত উমার ফারূক ও হজরত উসমান গনীর ধারাবাহিক খিলাফাতে বিশ্ব মুসলিমদের কোন প্রকার সন্দেহ নাই যে, প্রথম খলীফা হজরত আবু বাকার সিদ্দিক, দ্বিতীয় খলীফা হজরত উমার ফারূক, তৃতীয় খলীফা হজরত উসমান গনী রাদী আল্লাহু আনহুম। সুতরাং যাহারা হজরত আবু বাকার সিদ্দিক, হজরত উমার ফারূক এবং হজরত উসমান গনী রাদী আল্লাহু আনহুম দিগকে মুনাফিক বলিয়া তাহাদের খিলাফাতে সন্দেহ করিবে তাহরা নিঃসন্দেহ কাফের।

সমস্ত সাহাবায় কিরামদিগের উপরে হজরত আবু বাকার সিদ্দিকের বিশেষ বৈশিষ্ট রহিয়াছে। সমস্ত সাহাবায় কিরাম দিগের উপরে হজরত আবু বাকার সিদ্দিক ও হজরত উমার ফারূকের বিশেষ বৈশিষ্ট রহিয়াছে। সমস্ত সাহাবায় কিরাম দিগের উপরে হজরত আবু বাকার সিদ্দিক, হজরত উমার ফারূক ও হজরত উসমান গনীর বিশেষ বৈশিষ্ট রহিয়াছে। ইহার উপরে সাহাবায় কিরাম দিগের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্ব মুসলমান একমত।

হজরত আবু বাকার সিদ্দিক ও হজরত উমার ফারূক রাদী আল্লাহু আনহুমার শানে যে ব্যক্তি এই প্রকার জঘন্ন কথা বলিয়াছে সে অবশ্য কোন সাইয়েদ নয়, সে অবশ্যই কোন সাইয়েদজাদা নয়, সে অবশ্যই কোন মুসলমান নয়। সে নিশ্চয় কোন শীয়া শয়তান। সে নিশ্চয় কোন শীয়া শয়তানের জম্মে পয়দা হইয়াছে। সে নিশ্চয় একজন কাফের। এই শয়তান কাফেরের সঙ্গে মুসলমানদের কোন সম্পর্ক রাখা কঠিন হারাম। মুসলমান! মন দিয়া মাত্র কয়েকটি হাদীস শুনিয়া নিন।

(ক) হজরত আয়শা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহু আনহা

বলিয়াছেন - "اول حجر حمله النبی ﷺ لبناء المسجد
ثم حمل ابوبکر حجرا ثم حمل عمر حجرا ثم حمل
عثمان حجرا فقال رسول ﷺ هؤلاء الخلفاء بعدی"

মসজিদ নির্মানের জন্য হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম প্রথম একটি পাথর উঠাইয়াছেন। তারপর পর হজরত আবু বাকার সিদ্দিক একটি পাথর উঠাইয়াছেন। তারপর হজরত উমার একটি পাথর উঠাইয়াছেন। তারপর হজরত উসমান গনী একটি পাথর উঠাইয়াছেন। তারপর হুজুর পাক বলিয়াছেন, আমার পরে ইহারা হইবেন খলীফা। (খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ১১৪ পৃষ্ঠা)

(খ) হজরত আনাস রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে -

واخرج ابن خيثمة فی (تاریخه) وا بو یعلی و
البزار وابو نعیم عن انس قال کنت مع النبی ﷺ
فی حائط فجاء آت فدق الباب فقال یا انس قم فافتح له
وبشره بالجنة و بالخلافة من بعدی فاذا ابو بکر ثم
جاء رجل فدق الباب فقال یا انس قم فافتح له و بشره
بالجنة و بالخلافة من بعد ابی بکر فاذا عمر ثم جاء
رجل فدق الباب فقال افتح له و بشره بالجنة و بالخلافة
من بعد عمر و انه مقتول فاذا عثمان.

তিনি বলিয়াছেন, আমি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সহিত একটি উদ্যানের মধ্যে ছিলাম। এক আগন্তুক আসিয়া দরওয়াজায় আওয়াজ দিয়াছে। হুজুর পাক বলিয়াছেন, আনাস ! ওঠো এবং তাহার জন্য দরওয়াজা খুলিয়া দাও এবং তাহাকে জান্নাতের ও আমার পরে খলীফা হইবার শুভ সংবাদ দাও। অতঃপর প্রবেশ করিয়াছেন হজরত আবু বাকার সিদ্দিক। তারপর এক ব্যক্তি আসিয়া দরওয়াজায় আওয়াজ দিয়াছেন। হুজুর পাক বলিয়াছেন আনাস যাও, দরওয়াজা খুলিয়া দাও এবং তাহাকে জান্নাত ও আবু বাকারের পরে খলীফা হইবার শুভ সংবাদ দাও। অতঃপর প্রবেশ করিয়াছেন হজরত উমার ফারূক। অতঃপর এক ব্যক্তি দরওয়াজায় আওয়াজ দিয়াছেন। হুজুর পাক বলিয়াছেন, তাহার জন্য দরওয়াজা খুলিয়া দাও এবং জান্নাতের ও হজরত উমারের পরে খলীফা হইবার শুভ সংবাদ দাও। অবশ্য তিনি হইবেন শহীদ। অতঃপর প্রবেশ করিয়াছেন হজরত উসমান গনী রাদী আল্লাহু আনহু। (খাসায়েসে কোবরা দ্বিতীয় খন্ড ১২২ পৃষ্ঠা)

(গ) হজরত হুজায়ফা রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্নিত হইয়াছে - "قال رسول ﷺ انی لا ادری مابقائی
فیکم فاقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر"

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, আমি জানিনা যে, তোমাদের কাছে আমি কত দিন থাকিব। তবে আমার পরে তোমরা দুই জনকে অনুসরন করিয়া চলিবে - আবু বাকার ও উমার। (তিরমিজী, মিশকাত ৫৬০ পৃষ্ঠা)

(ঘ) হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহুমা থেকে বর্নিত হইয়াছে - "ان النبی ﷺ خرج ذات یوم و دخل
المسجد و ابوبکر و عمر احدهما عن یمینه و الاخر عن
شماله وهو اخذ بایدیهما فقال هکذا نبعث یوم القیمة"

একদিন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বাড়ি থেকে বাহির হইয়া মসজিদে প্রবেশ করিয়াছেন। আর হজরত আবু বাকার ও হজরত উমার; ইহাদের একজন হুজুর পাকের ডান দিকে এবং একজন হুজুর পাকের বাম দিকে। হুজুর পাক দুইজনের হাত ধরিয়া বলিয়াছেন, আমরা কিয়ামতের দিন এই প্রকারে উঠিব। (তিরমিজী, মিশকাত)

(ঙ) হজরত আব্দুল্লাহ ইবনো হানতাব থেকে বর্নিত হইয়াছে
"ان النبی ﷺ رای ابابکر و عمر فقال هذان
السمع والبصر"

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত আবু বাকার ও হজরত উমারকে দেখিয়া বলিয়াছেন, এই দুইজন হইল (আমার অথবা আমার উম্মাতের অথবা দ্বীন ইসলামের) কান ও চোখ। (মিশকাত)

সুন্নী মুসলমান খুব সাবধান ! পশ্চিম বাংলায় মুলতঃ কয়েকটি খানকাহ হইল শীয়া। কিন্তু শয়তানের দল মুনাফেকী করতঃ সুন্নী সাজিয়া থাকে। বর্তমানে ইহারা খুব জোর গলায় নিজেদের গোমরাহী ও কুফরী আকীদাহ গুলি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহারা আসলেই মুসলমান নয়। এই সমস্ত খানকার সহিত সম্পর্ক রাখিয়া চলা হারাম।

والله تعالی اعلم

আমার একটি আবেদন

২৯/১১/২০১৮ বৃহস্পতিবার কোলকাতা হাই কোর্টে বারই রবিউল আউয়াল উপলক্ষে মীলাদুন নবীর আয়োজন করা হইয়া ছিল । এই অনুষ্ঠানে আমি বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলাম । হাই কোর্টের ছাদের উপরে একটি মসজিদ রহিয়াছে। সেই মসজিদের ইমাম সাহেব ছাড়া সমস্ত শ্রোতাগনই ছিলেন হাইকোর্টের এ্যাডভোকেটগন । যাহাই হউক, আমি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের আধ্যাত্মিক সাইড এর উপরে পঞ্চাশ মিনিট বক্তব্য রাখিয়া ছিলাম । আলহামদুলিল্লাহ ! আমি উপলব্ধি করিয়াছি যে, তাঁহারা সন্তুষ্ট হইয়াছেন । এমনকি একজন বেশ জোরগলায় বলিয়া উঠিলেন যে, আপনার বক্তব্য সম্পূর্ন সুফীয়ানা । আমরা এই ধরনের বক্তব্য সাধারনতঃ শুনিতে পাইনা । শেষে অনেকেই আমার নিকট থেকে 'সুন্নী জাগরণ' পত্রিকা সংগ্রহ করিয়াছেন । বেশ কিছুদিন পরে এক উকিল সাহেব পত্রিকা থেকে নাম্বার সংগ্রহ করতঃ আমার নিকটে ফোন করিয়াছেন । আধা ঘন্টার বেশি কথা বলিয়াছেন । বর্তমানে মুসলমানদের শিক্ষা দীক্ষার উন্নতি ও অবনতি সম্পর্কে বহু কথা আলোচনা করিয়াছেন । তাঁহার কথা গুলি আমার কাছে খুব মধু মনে হইতেছিল । উকিল সাহেবের ছেলে মেয়েরা খুব উচ্চপর্যায়ের শিক্ষিত । তাঁহার এক কন্যা কোর্টের জর্জ । তিনি আমার জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম আমার দুই ছেলে । একজন কেরালা থেকে পড়া শোনা করিয়াছে । আর একজন বর্তমানে মিশরে আল আযহার ইউনিভারসিটিতে পড়া শোনা করিতেছে । তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন কি নিয়া পড়া শোনা করিতেছে । যখন তিনি আমার নিকট থেকে শুনিয়াছেন যে, দুই জনেই মৌলবী লাইনের পড়ুয়া, তখন কিন্তু তিনি আদৌ সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তিনি বার বার বলিয়াছেন, একই লাইনে রাখিলেন কেন !

এখন আমি আমার মাননীয় উকিল সাহেবকে লক্ষ করিয়া কিছু বলিতেছি না, বরং পশ্চিম বাংলার সমস্ত সুশিক্ষিত মানুষদের লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি । পশ্চিম বাংলায় এমন কয়েক হাজার মানুষ রহিয়াছেন - যাহার হইলেন ডাক্টার, মাস্টার, ল'য়ার ও ইন্‌জিনিয়ার । ইহার যে প্রত্যেকেই এক সন্তানের পিতা এমন কথা নয় । কিন্তু ইহারা কেহ নিজের একটি ছেলেকে আলেম করেন নাই। আমি কিন্তু ইহার কারন খুঁজিয়া পাইতেছি না । তবে কি মৌলবী লাইনটি একেবারেই ভুল ! সবাই যদি ডাক্টার, মাস্টার, ল'য়ার ও ইন্‌জিনিয়ার হইয়া যায়, তাহা হইলে কি ইসলাম বাঁচিবে ! আজ ইসলাম যতটুকু আকার নিয়া রহিয়াছে তাহা কেবল মৌলবী, মাওলানা ও তালিবুল ইল্ম এবং গরীব শ্রেনী মানুষদের দ্বারায় । আমার মনে হইয়া থাকে যে, সব শ্রেনীর মানুষ সব জায়গায় থাকিলে তবে মানান সই হইয়া থাকে । ডাক্টার, মাস্টার, ল'য়ার ও ইন্‌জিনিয়ারের ঘর থেকে আলেম বাহির হইবে । আবার আলেমের ঘর থেকে ডাক্টার মাস্টার বাহির হইবে তবে তো সবাই সবাইকে ভাল নজরে দেখিবে ।

যাক, এখন আমি আমার কথা বলিতেছি । পশ্চিম বাংলায় মুর্শিদাবাদ থেকে আরম্ভ করিয়া সমস্ত উত্তর বঙ্গ এক রকম সুন্নীদের কব্‌জায় রহিয়াছে । এই দিকটায় মাকতাব মাদ্রাসা এবং আলেম ও তালিবুল ইল্মদের অভাব নাই । ইহার সম্পূর্ন বিপরীত হইল দক্ষিনবঙ্গ । দক্ষিন বঙ্গ প্রায় সুন্নীদের হাত ছাড়া । কোলকাতা ও দক্ষিন ২৪ পরগনায় রহিয়াছে হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি মাদ্রাসা । এইগুলির মধ্যে মাত্র একটি মাদ্রাসা পুরা পুরি আমার তত্ত্বধানে চলিয়া থাকে । অনুরূপ মুর্শিদাবাদের একটি মাদ্রাসা আমার হাতে রহিয়াছে । এখন দুই ২৪ পরগানা এবং হাওড়া ও হুগলীর ছাত্রদের জন্য সব চাইতে সুব্যবস্থা থাকিবে । এমন কি ভর্তি ফিস পর্যন্ত নেওয়া হইবে না । তিন চার বৎসরের মধ্যে আপনার ছেলেকে ভারতের কোন একটি বড় মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়া দেওয়া হইবে । সুতরাং এখনই অথবা রমযানের মধ্যে যোগাযোগ করা জরুরী ।

PATRIKA
SUNNI JAGORAN
Editor : Mufti Azam Bengal Shaikh Golam Samdani Rezvi
Islampur College Road.Murshidabad (WB) India. Pin - 742304

সম্পাদকের কলমে প্রকাশিত

ইল্মে কোরয়ান ঃ— (১) ফায়জে রব্বানী তাফসীরে সামদানী (২) তাফসীর নূরুল কোরয়ান (সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা) (৩) কানজুল ঈমান (অনুবাদ) (৪) কোরয়ানের বিশুদ্ধ অনুবাদ 'কানজুল ঈমান'।

ইল্মে হাদীস ঃ— (১) মোসনাদে ইমাম আ'যম (বঙ্গানুবাদ) (২) মোসনাদে আবু হানীফা (৩) মুনতাখাব হাদীস (৪) হাদীসের আলোকে জবাজ।

ইল্মে ফিক্বহ ঃ— (১) ফতওয়ায় মুফতী আ'যম বাঙ্গাল (২) বাংলা ভাষায় জুময়ার খুতবাহ (৩) সম্পাদকের তিন প্রসঙ্গ (৪) মাসায়েলে কুরবানী (৫) আনওয়ারে শরীয়াত (বঙ্গানুবাদ) (৬) জান্নাতী জেওয়ার (বঙ্গানুবাদ) (৭) ইসলামে তালাক বিধান (৮) ফতওয়ায় রেজবীয়ার আলোকে জবাব।

ইল্মে আকায়েদ ঃ— (১) আল মিসবাহুল জাদিদ (বঙ্গানুবাদ) (২) কাশফুল হিজাব (বঙ্গানুবাদ) (৩) নকশায় ওহাবীদের চিনিয়া নিন (৪) সুন্নীয়াতের আলামত।

ইল্মে মারেফত ঃ— (১) বর্যাখী জীবন বা কবরের অবস্থা (২) সুন্নী তাবীজাত (৩) জিন্নাতের উপদ্রব থেকে পরিত্রান।

ইল্মে তারিখ বা ইতিহাস ঃ— (১) ওহাবীদের ইতিহাস (২) সেই মহা নায়ক কে ? (৩) বালাকোটি খন্ডেনে এক কলম (৪) চেপে রাখা ইতিহাসে উপর এক কলম (৫) বালাকোটে কাল্পনিক কবর

রদ্দে ওহাবী ঃ— (১) তাবলীগ জামায়াতের গুপ্ত রহস্য (২) তাবলীগ জামায়াতের অবদান ! (৩) ইমাম আহমাদ রেজা ও আশরাফ আলী থানুব (৪) গোমরাহ জাকির নায়েক (৫) শয়তানের সেনাপতি (৬) বাংলার বাতিল ফিরকা ফুরফুরা (৭) আইনুদ্দীন গোবিন্দপুরীর অসারতা (৮) আবুল কাশেমই লা মযহাবী কুড়ি রাকয়াত তারাবী।

সুন্নীয়াত প্রতিষ্ঠায় ঃ— (১) আমওয়ালী তোহফাহ বা সুন্নী খুতবাহ (২) সলাতে মুস্তফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা (৩) সলাতে মুস্তফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা
(৫) মোহাম্মদ নুরুল্লাহ আলাইহিস সালাম (৬) হানাফী ভাইদের প্রতি এক কলম (৭) নারীদের প্রতি এক কলম (৮) দাফনের পরে (৯) দাফনের পূর্বা পর (১০) হাদীসের আলোকে হানাফী নামাজ (১১) নফল নিয়াত (১২) দোয়ায়ে মুস্তফা (১৩) নামাজের নিয়াত নামা (১৪) মক্কা ও মদীনার মুসাফির

জীবনি গ্রন্থ ঃ— (১) ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী (২) এশিয়া মহাদেশের ইমাম (৩) কে সেই মুজাহিদে মিল্লাত।

সম্পাদকী কলম ঃ— (১) ইমাম আহমাদ রেজা পত্রিকা (২) সুন্নী কলম পত্রিকা (৩) সুন্নী জাগরন পত্রিকা।

বিজ্ঞাপন ঃ— (১) সুন্নাতে নবুবী ও সাহাবী ২০ রাকয়াত তারাবীহ (২) শেষ সমাধি (৩) অপ - প্রচারে বিভ্রান্ত হইবেন না (৪)আমি চ্যালেন্জ করিতেছি, দেওবন্দী - তাবলিগীরা ওহাবী (৫) কানুন মুতাবিক হউক (৬) হক্ক ও বাতিলের লড়াই (৭) সপ্তগ্রাম বাহাস কমিটির প্রতি (৮) অপ-প্রচার বন্ধ করুন (৯)চলুন মুনাজারাতে যাই(১০) বাহাসের চুড়ান্ত ফলাফল(১১) দেওবন্দী বিশ্বাস ঘাতকদের চিনে নিন (১২) এক সঙ্গে তিন তালাক (১৩) সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইতে নিরাপদ (১৪) বিশেষ বিজ্ঞপ্তি (১৫) জামায়াতে ইসলামী বাতিল ফিরকা (১৬) এক দিনের চুড়ান্ত মুনাজারা (১৭) ফুরফুরাবীদের ধারনায় তাবলিগী জামায়াত (১৮) কবরে সিজদাহ করা কি জায়েজ ? (১৯) রেডিও সংবাদে ঈদ হারাম (২০) আল্লাহর আশ্চর্য ফিরিশতা (২১) মল্লিকপুরের মুনাজারা(২২) বগুড়ার পীর মুজাদ্দিদ নহেন।

বিঃ দ্রঃ - সর্ব মোট প্রকাশিত কিতাবের সংখ্যা - ৪৪

মূল্য ঃ ২০.০০